https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সূচিপত্র

কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রিসালাত

রাসুলের [সাঃ] নবুয়াতের প্রমাণসমূহঃ

সর্বশেষ নবুয়াতঃ

বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন মানব জাতির সৌভাগ্য

চিরন্তন রিসালা কোনটি?

চিরন্তন রিসালা মহাবিশ্বের সবার জন্যই

স্থায়ী রিসালা সমস্ত নবী রাসুলগণের ধর্মঃ

স্থায়ী রিসালাতের পরিপূর্ণতাঃ

ইসলামী শরিয়তের মূলভিত্তিঃ

ইসলামী শরিয়তের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইসলামী শরিয়ত ও মানব রচিত সংবিধানঃ পার্থক্য ও ভিন্নতাঃ

ইসলামের মূল উৎসসমূহঃ

কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রিসালাত

কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রিসালাত

https://www.path-2-happiness.com/bn

কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রিসালাত

যখনই মানুষ আসমানী হিদায়েত ও নবী রাসুলের রিসালাত থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই মানবজাতির উপর দূর্ভাগ্য ও অন্ধকার নেমে এসেছে। তাই তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনতে আল্লাহ তায়া'লা একের পর এক নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি,যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ।}[সূরা নিসাঃ ১৬৫]

তিনি রাসুল প্রেরণ ব্যতীত কাউকে আযাব ও শাস্তি দিবেন না। {কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।}[সূরা বনী ইস্রাইলঃ ১৫]

তিনি ঈসা [আঃ] কে প্রেরণ করার পরে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন তখন মানবজাতি জাহেলিয়াত, ভ্রষ্টতা, অত্যাচার-অবিচার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তখন আসমানী ধর্মগুলো কতিপয় মিথ্যাবাদী পরিবর্তনকারীদের দ্বারা রূপান্তরিত ও পরিবর্তীত হয়ে গিয়েছিল। তারা বিশুদ্ধ তাওহীদকে পৌত্তলিকতা ও শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। তারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা চালিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর স্বত্বা নিয়ে নানারূপ মিথ্যা কথাবার্তা বানিয়ে বানিয়ে বলত। ইবাদত ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব, পৌত্তলিক ও মূর্তিপুজকদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিলনা। শিরক ও নাস্তিকতার মহাধ্বংসস্তুপের মাঝে তাওহীদের আলো নিভে গিয়েছিল। আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন ও রূপান্তর করেছিল। আহলে কিতাবরা যে সব ওয়াদা ও অঙ্গিকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল, তারা আল্লাহর কালামকে পশ্চাতে ফেলে দিল। এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা সত্য গোপন করেছিল, মিথ্যাকে প্রকাশ করেছিল। নিজেদের চিত্তপ্রসাদ করতে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের ব্যাপারে আল্লাহর হারামকৃত জিনিসে দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তারা কিছু পদমর্যাদা ও সামান্য অর্থের বিনিময়ে সত্য গোপন করেছিল। যেমন হয়েছিল তাদের কতিপয় নেতাদের সাথে যারা নিজেদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করত, সত্যের উপরে প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিত। ফলে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত, স্বৈরশাসন চলছিল, মানবজাতি ঘোর অন্ধকারে বসবাস করত। কুফুরী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষের আত্মাও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। নৈতিকতা পদদলিত হয়েছিল, মান সম্মান লুণ্ঠিত হয়েছিল, অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল। জলে স্থলে সর্বত্র ফিতনা ফাসাদ দেখা দিয়েছিল। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে, যদি বিবেক সম্পন্ন কেউ একটু চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে সে সময় মানবতা কতটা সঙ্কটাপন্ন ও বিপন্ন ছিল। মানবতা প্রায় বিস্মৃত হতে লাগছিল, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়া'লা মানবজাতিকে পথ দেখাতে ও সরল সঠিক পথের সন্ধান দিতে তাদের কল্যাণে নবুয়্যাতের আলো প্রজ্বলিত করলেন ও হিদায়েতের আলো জ্বালিয়ে দিলেন।

মানবজাতিকে মুক্তি দিতে সেই ঘোর অন্ধকারে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবীকে পাঠালেন। তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম। তাঁকে তিনি মনোনীত করলেন, যাতে তিনিঃ {তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।}[সূরা আহযাবঃ ৪০]

মানবজাতিকে ভ্রষ্টতা ও দূর্দশা থেকে মুক্তি দিতে তাঁকে তিনি হেদায়েতের আলোকবর্তীকা নিয়ে প্রেরণ করলেন। ফলে আল্লাহ তায়া'লা এ দ্বীনকে মানবজাতির জন্য পূর্ণ করলেন, তিনি তার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বিশ্ববাসীর নিকট এ সত্য পৌঁছে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।}[সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

যাতে তারা শান্তির পথের সন্ধান পায়।

তরতাজা ঘটনা

মানবেতিহাসে অধিক তরতাজা ফলদায়ক ঘটনা গুলোর আন্যতম হল, ইসলামের আবির্ভাব।

জর্জ সার্টুন

ওয়াশিংটন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তিনি [সাঃ] তার এ দাওয়াতী কাজে দুনিয়ার কোন স্বার্থ কামনা করেননি, মানুষের থেকে কোন প্রতিদানও চাননি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন,আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।} [সূরা ছোয়াদঃ ৮৬]

বরং আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে দুনিয়ার সম্রাট ও রাসুল অথবা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা ও রাসুল হওয়ার মাঝে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল হওয়াকে বেছে নিয়েছেন। তিনি [সাঃ] মানুষ ছিলেন, অন্যান্য মানুষের মতই জীবন যাপন করেছেন, তার সাথীরা যেভাবে ক্ষুধার্ত হতেন তিনিও সেভাবে ক্ষুধার্ত হতেন, তারা যেমন ব্যথা অনুভব করত তিনিও সেভাবে ব্যথা অনুভব করতেন, তাদের সাথে কাজ করতেন, তিনি নিজে আল্লাহর বান্দা হওয়ায় গর্ববোধ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা যখনই তাকে সম্মানিত করতে চাইতেন তখন তিনি তাকে নিজের বান্দা বলে উল্লেখ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।} [সূরা কাহফঃ ১]

বরং তিনি নিজেই মানুষদেরকে সতর্ক করতেন যারা তাঁর ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি করতেন, বা তার অধিকারের চেয়ে বেশি সম্মান দিতেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ "তোমরা আমার ব্যাপারে

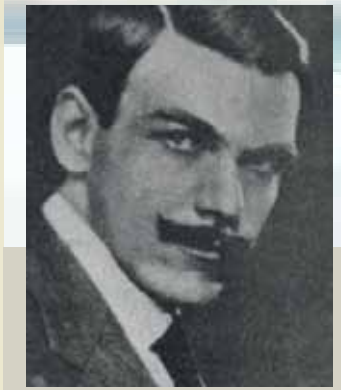

বিস্ময়কর সংবাদ

ইসলামের সূচনা ছিল প্রায় একটি বিস্ময়কর সংবাদ যা মানবেতিহাসে ইসলামের আবির্ভাব লিপিবদ্ধ করেছে এমন এক জাতির মাঝে যা ইতিপূর্বে ছিল নড়বড়ে, এমন এক দেশে যা ছিল নিম্ন মর্যাদার। ইসলাম আবির্ভাবের পর দশ দশক না যেতেই উচ্চ শিখর ও দীর্ঘ বিস্তির্ণ সম্রাজ্য গুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অর্ধ জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। কাল-কালান্তরের ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের পুরনো ধর্ম গুলোকে পরাজিত করে। একে একে অনেক জাতীর আত্মাকে পরিশোধিত করে। দৃঢ়বন্ধনে মজবুত একটি আধুনিক জগত রচনা করে। যা হল ইসলামের জগত।

লুথ্রোব স্টুডার্ড
মার্কিন লেখক

এত উচ্চপ্রশংসা করনা, যেমনিভাবে খৃষ্টানরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা [আঃ] সম্পর্কে করে থাকেন, আমি হলাম আল্লাহর বান্দাহ, তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল বলো"। [বুখারী শরিফ]। যারাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে দেখেছেন ও জেনেছেন তারা তাঁর সততা দেখেছেন, তাঁর চাল চলন বা সিরাত দেখে হতভম্ব ও আশ্চর্য হয়েছেন। তাঁর সুন্দর আখলাক দেখে সবাই অভিভূত হয়েছেন। কেনইবা হবেন না, তাঁর বন্ধুদের আগে চরম শত্রুরাও এবং মুসলমানদের আগে কাফেররাও তাঁর মহান চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়া'লার সাক্ষ্যই তাঁর

বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ

মুহাম্মদ [সঃ] এর জীবনের মত জীবন, তাঁর চিন্তা ভাবনা ও জিহাদের শক্তি, তাঁর কাওমের কুসংস্কার ও জাতির জাহেলিয়াত অপসারণ, মুর্তি পূজকদের কাছ থেকে যে সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন সেসব মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর বানী উঁচু করা, তাঁর ধৈর্য ধারণ , ইসলামি আক্বীদাকে প্রোথিত করার জন্য এসব কাজ... এগুলো প্রমান করে, তাঁর মাঝে কোন কপটতা ছিল না, তিনি অসত্যের উপর লালিত নন। তিনি দার্শনিক, বক্তা, রাসুল ও জীবন দর্শন প্রনেতা, মানবতার বুদ্ধির দিশারী। সন্দেহমুক্ত একজন ধর্ম প্রণেতা। পৃথিবীতে বিশটি দেশের স্থপতি। আকাশে আধ্যাত্মিক জগতের বিজেতা। আর কে তাঁর মত মানবিক মাহাত্ম অর্জন করতে পেরেছে! আর কে তাঁর মত পূর্নতার এমন স্তরে পৌঁছতে পেরেছে!

লামার্টিন
ফরাসি কবি

https://www.path-2-happiness.com/bn

জন্য যথেষ্ট, তিনি বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [সূরা কুলমঃ ৪]

বরং এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন। যখন তাঁর মিশন শেষ হয়ে গেছে তখন আল্লাহ তায়া'লা তার মৃত্যু দান করেছেন, কিন্তু তাঁর রিসালাত মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রেখেছেন।

মহামানবদের অন্যতম

ইতিহাসে মুহাম্মদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যুগপৎ ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে সর্বাধিক মহান ও উল্লেখ যোগ্য রূপে সফল হয়েছেন। ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে এমন নজীর বিহীন বিরল যুগপৎ প্রভাব তাকে পরিণত করেছে মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী মহানতম ব্যক্তিত্বে।

মাইকেল হার্ট
মার্কিন লেখক

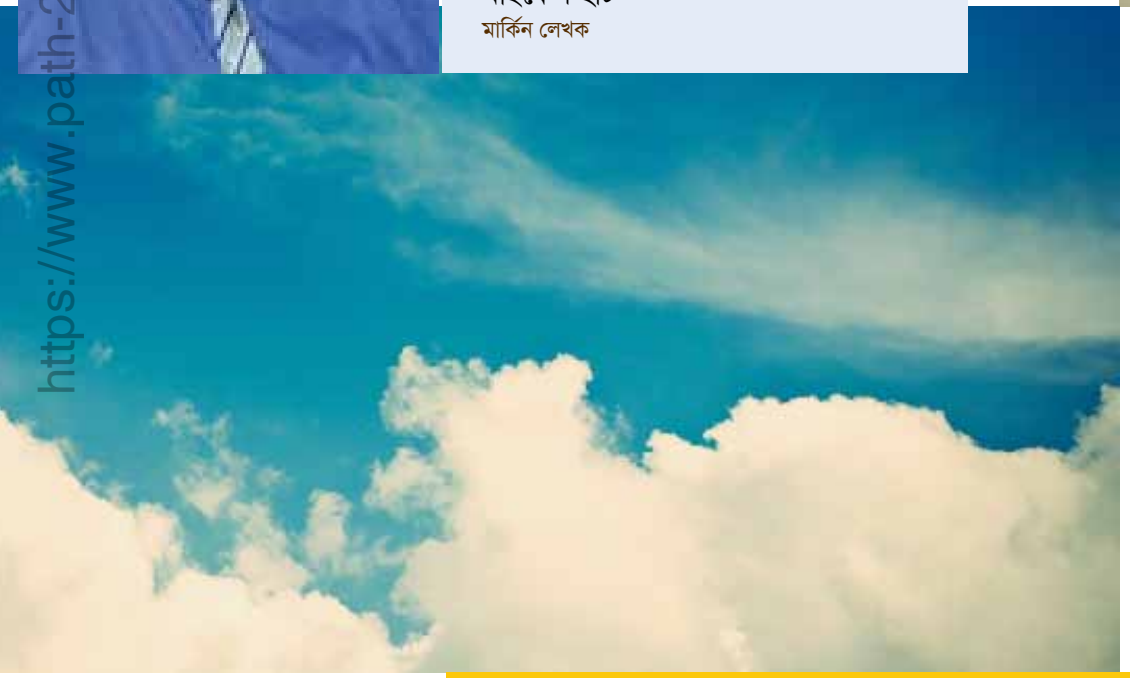

তাকে শুধু অকৃতজ্ঞরাই অস্বীকার করে

মুহাম্মদ আক্ষরিক অর্থেই এক জন সত্য নবী। মুহাম্মদ যে মুক্তির পথের দিশারী আমরা কখনো তা অস্বীকার করতে পারব না।

হান্স কং
সুইস ধর্মতত্ত্ববিদ

রাসুলের [সাঃ] নবুয়াতের প্রমাণসমূহঃ

১. তিনি এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডেকেছেন, তিনি ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদত করা থেকে বিরত থেকেছেন, যেমনটি অন্যান্য নবী রাসুলগণ করেছেন। যে ব্যক্তি হযরত মূছা, ঈসা [আঃ] ও মুহাম্মদ [সাঃ] এর আনিত সব সঠিক আক্বিদা, সুদৃঢ় শরিয়ত ও হিতকর ইলম নিয়ে তুলনা করে দেখবে সে জানতে পারবে যে, এ সব কিছু একই প্রদীপ থেকে উৎসারিত, ইহা নবুয়াতের আলোকবর্তীকা।

২. তাঁর দ্বারা অনেক মুজিযা ও নিদর্শন সংঘটিত হয়েছে, যা কোন নবী ছাড়া অন্য কারো থেকে প্রকাশ পায়না। কেননা আল্লাহর চিরন্তন বিধান হলো তিনি পূর্ববর্তী সব নবী রাসুলদের দ্বারা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা তাদের জন্য মুজিযা, তাদের সত্যতার প্রমাণ ও জাতির নিকট প্রমাণ করার পন্থা। প্রত্যেক নবী যে জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন সে জাতি যে বিষয়ে বেশি পারদর্শী সে বিষয়ে তাঁর মুজিযা ছিল। মূসা [আঃ] এর মুজিযা ছিল তাঁর জাতি যে বিষয়ে বেশী পারদর্শী সে বিষয়ে, সেটা হলো যাদু বিদ্যা। আল্লাহ তায়া'লা তাদের যাদুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা সর্বপ্রকার যাদু বিদ্যায় অনেক দক্ষ ও পারদর্শী হওয়া সত্বেও মূসা [আঃ] এর যাদুর মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছিল। ঈসা [আঃ] এর জাতি চিকিৎসা বিদ্যা ও আরোগ্য - বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল, ফলে আল্লাহ তায়া'লা তার দ্বারা কঠিন কঠিন রোগ থেকে আরোগ্যদান করেন। তাঁর দ্বারা তিনি মৃত্যুকে জীবিত করেন, ইহা ছিল তার দৃশ্যমান মুজিযা। আর এসব একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সাথে নির্ধারিত ছিল, বিশ্বব্যাপী স্থায়ী ছিলনা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের ও সে সব দৃশ্যমান মুযিজা ছিল, যেমনঃ তাঁর আঙ্গুল থেকে পানি নির্গত হওয়া। সামান্য খাবার বেশি হওয়া, এমনকি তাঁর সাথে সব মুসলমানেরা তা খেয়েও অবশিষ্ট ছিল। সামান্য পানি বেড়ে যাওয়া, যা তাঁর সাথের সব সৈনিকেরা পান করেছেন ও অযু করেছেন। তাঁর মিম্বার থেকে কাঠের টুকরা আলাদা করায় সেটার ক্রন্দন, মক্কায় পাথরের সালাম দেয়া, গাছ তাঁর দিকে হেলে পড়া, তাঁর মুঠোয় পাথরের টুকরার তাছবীহ পাঠ, আল্লাহর ইচ্ছায় রোগীকে আরোগ্য করা ইত্যাদি।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেসব মুযিজার কথা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা অন্যতম। তাঁকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে, অতঃপর সেখান থেকে সপ্ত আসমান ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।} [বনী ইসরাইলঃ ১]

এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।} [সূরা কামারঃ ১]

মুশরিকেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের সত্যতা প্রমাণে তাঁর নিকট স্পষ্ট মুযিজা চাইল। তারা চন্দ্রকে বিদীর্ণ করতে বললেন। যদি তিনি এটা করতে পারেন তবে তারা ঈমান আনবে বলে ওয়াদা করল। সেদিন ছিল চৌদ্দ তারিখ, পুর্নিমার রাত্রি, এ তারিখে চন্দ্র পূর্ণ আকার ধারণ করে ও উজ্জ্বল থাকে। তাই

আল্লাহর কালাম

আমি যখন কোরআন কারীম পাঠ সমাপ্ত করলাম, আমাকে এমন অনুভুতি আচ্ছন্ন করল যে, কোরআনই সৃষ্টি ও অন্যান্য জিজ্ঞাসার সন্তোষ জনক উত্তর দেয় এবং তা ঘটনাবলী যৌক্তিকভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, যা অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবে পরস্পর বিরোধীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোরআন সেসব ঘটনা আকর্ষণীয় বিন্যাসে ও আকাট্য শৈলীতে আলোচনা করেছে। এর সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহর বাণী এসব ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ডেবোরা পটার

মার্কিন সাংবাদিক

দুয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য.....

আরবী নবীর আগে যে সব নবী রাসুল ছিলেন তাদেরকে ইসলাম যত সম্মান করে আর কোন ধর্ম তা করে না। তাকে যারা বিশ্বাস করে তাদের উপর তিনি ফরয করে দিয়েছেন সে সব নবী রাসুলদেরকে সম্মান করা ও তাদের প্রতি বিশ্বাস করাকে। ইসলামের মত আর কোন ধর্ম আগের ঐশী ধর্মকে এত সম্মান করে না।

নাসরী সালহাব

লেবানিজ সাহিত্যিক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন যাতে কাফেরদের আবেদন পূরণ করা হয়। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দোয়া কবুল করলেন, ফলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হলো। এক খন্ড সাফা পাহাড়ের উপর ও অন্যখন্ড তার সামনের কিকায়ান পাহাড়ের উপর পড়ল। এত বড় নিদর্শন সংঘটিত হওয়ার পরেও কুরাইশ মুশরিকেরা ঈমান আনেনি। তারা একে যাদু বলে গন্য করল। আর ইহাই যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখদের চিরাচরিত অভ্যাস, যখনই সত্য স্পষ্ট হয়ে তাদের শক্তিকে ধ্বংস করে দেয় এবং সত্যের আলো তাদের গোমরাহীকে নিভিয়ে দেয় তখন তারা মূল বিষয়টাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে বা সত্যকে উল্টিয়ে দিয়ে ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতায় লিপ্ত হতে পিছপা হয়না। তারা মনে করে এটাই সত্যকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়।} [সূরা ক্বামারঃ ২-৩]

৩. আল কোরআনঃ ইহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের সবচেয়ে বড় মুজিযা, যুগ যুগ ধরে ইহা স্থায়ী ছিল ও আছে। ইহা তাঁর অর্থগত যুক্তিনির্ভর মুযিজা, নবুয়াতের এক মহানিদর্শন। কেননা উহা চূড়ান্ত কিতাব। আল্লাহ তায়া'লা এ মহাগ্রন্থ এমন একজন নিরক্ষর লোকের উপর নাযিল করেছেন, যিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। তিনি সব সাহিত্যিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন কোরআনের অনুরূপ বা ইহার যে কোন সূরার অনুরূপ কিছু রচনা করতে। কোরআনের অলৌকিকতা ও চ্যালেঞ্জ অহংকারী ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। ইহার ভাষাগত বিশুদ্ধতা, বাগ্মিতা, গাঁথনশৈলি ও বাচনভঙ্গি সব কিছুই বিস্ময়কর ও

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

মু'জিযা। অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, এছাড়া এর সুবিজ্ঞচিত বিধানাবলী, সুউচ শিষ্টাচার, হেদায়েত, আলোর দিশা ও বরকত সব কিছুই এক একটা মহামু'জিযা।

আল কোরআনে অহীর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্পর্কে যেসব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিয়েছে, তা আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমানে প্রমাণ করেছে। সে সব বিষয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের অহী প্রাপ্তির পূর্বে মানুষের জানা ছিলনা। ইহাই তার নবুয়াতের অকাট্য প্রমাণ। এমনিভাবে গর্ভস্থ সন্তান বেড়ে উঠা সম্পর্কে কোরআন যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করেছে। এছাড়াও সমুদ্রে মিঠা ও লবন পানির মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যরেখা ইত্যাদি। আল কোরআন আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত হওয়ার অন্যতম বড় প্রমাণ হলো, চৌদ্দশত বছরের অধিক সময় ধরে ইহা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে অবিকাল অবস্থায় আছে। এতে কোন ধরণের পরিবর্তন ও বিকৃতি হয়নি। ইহা বারবার তিলাওয়াত করার পরেও তিলাওয়াতকারী বিরক্ত হয়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।} [সূরা হিজরঃ ৯]

বরং তিনি কোরআনের মাধ্যমে সহিহ আক্বীদা, পরিপূর্ণ জীবন বিধানও সংরক্ষণ করেছেন। ইহার দ্বারা তিনি একটি উত্তম জাতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের মু'যিজা অন্যান্য নবীদের মুযিজা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, অনেক বড়, বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী। কোরআনের চ্যালেঞ্জ এখনও বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।} [বনী ইসরাইলঃ ৮৮]

সুস্পষ্ট আরবী ভাষী

এই মহান সূরাগুলোতে মুহাম্মদ [সঃ] যে আয়াতগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন সেগুলো সুভাষীদের বক্তব্যকে অনেক পিছনে ফেলে রাখে। তা আমরা স্মরণ করতে পারি আমাদের কাছে আসা অনুরচিত ভাষ্যগুলো থেকে।

ব্লাশির রিজাইশ

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

৪. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাবিশ্ব ও নানা দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন আগাম সংবাদ দিয়েছেন। সে সব ঘটনা তাঁর দেয়া সংবাদ অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। যেমনঃ সিরিয়া, ইরাক ও কনস্টান্টিনোপল [ইস্তাম্বুল] বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি পূর্ববর্তী উম্মত, নবী রাসুলদের সাথে তাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। আদম [আঃ] থেকে শুরু করে সমস্ত নবী রাসুল যেমনঃ নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা [আঃ] প্রভৃতি নবী রাসুল সম্পর্কে তিনি অনেক সংবাদ দিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন। তিনি যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন সে সব ঘটনা সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে। যেমনঃ যখন রোমানদের উপর পারস্য বিজয় লাভ করল, তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে সংবাদ দিলেন, কিছু বছর পরে রোমানরা আবার পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আলিফ-লাম-মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।} [সূরা রূমঃ ১-৭]

৫. আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে বলেছেন সে সব ঘটনা সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যালোচনা

আমি কোন পূর্ব চিন্তা ছাড়াই কোরআন অধ্যয়ন করেছি পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কোরানের সংগতির পরিমাণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। আমি তখন দেখতে পেলাম, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কোরানের প্রতিটি ভাষ্য সমালোচনার উর্ধে।

মরিস বুকাইলী

ফরাসি বিজ্ঞানী ও ডাক্তার

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

নিন্দেহে ইহা আল্লাহর কালাম

আমি এক মুহুর্ত ও মুহাম্মদের রেসালাতের ব্যপারে সন্দেহ করি না। আমি বিশ্বাস করি, তিনি শেষ নবী, সব মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর রেসালাত এসেছে তাওরাত ও ইনজিলে অবতীর্ণ অহির সম্পূরক হিসেবে। এর উত্তম প্রমান হল, এ অলৌকিক কোরআন। আমি ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় বিজ্ঞানী পাসকালের সব চিন্তা পরিহার করি শুধু একটি কথা ছাড়া, তা হল, কোরআন মুহাম্মদ কর্তৃক রচিত নয় যেমন ইঞ্জিল ম্যাথিউ কর্তৃক রচিত নয়।

ভেনজা মোন্টাই

ফরাসি চিন্তাবিদ ও পর্যটক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের আবির্ভাবের পূর্বেই সমস্ত আম্বিয়া কিরামগন নিকট যুগে যুগে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। তাঁর আবির্ভাবের উৎস ও দেশের বর্ণনা , বিভিন্ন জাতি এবং রাজা বাদশাহরা যে তাঁর ও তাঁর উম্মতের

৬. বশ্যতা স্বীকার করবে ,এসবের বর্ননা তাঁরা দিয়েছেন।তাঁর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কথা ও উল্লেখ করেছেন।

৭. তিনি সর্বশেষ নবী। তিনি যদি আবির্ভাব না হতেন তবে সমস্ত আম্বিয়া কিরাম যারা তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদের নবুওয়াত বাতিল হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়তো।

৮. তাওরাত ও ইঞ্জিলের নিরপেক্ষ পন্ডিতেরা তাঁর নবুয়াতের সত্যতা ও দলিল প্রমাণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমনঃ বোহাইরা পাদ্রী, ওয়ারাকা বিন নাওফেল, সালমান ফারেসী, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও যায়েদ ইবনে সা'নাহ।

৯. যেসব জাতির সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে তাদের উপর বিজয় লাভ হচ্ছে তাঁর নবুয়াতের অন্যতম নিদর্শন। কেননা এটা অসম্ভব যে,কেউ আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত বলে মিথ্যা দাবী করার পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়, ক্ষমতায়ন, শত্রুর পরাজয়, দাওয়াতের প্রসার, অনুসারী বৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করবেন। কেননা এসব শুধু মাত্র সত্য নবীদের বেলায়ই বাস্তবায়িত হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের আচার আচারণ, সততা, প্রশংসিত জীবন চরিত, শরিয়ত, উত্তম আখলাক ইত্যাদি তাঁর নবুয়াতের প্রমাণ। আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে তিনি উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করেছেন। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [সূরা কুলমঃ ৪]

কেননা এসব গুনাবলী একজন সত্য নবী ছাড়া অন্য কারো মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা।

১০. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত ও মু'যিজা সম্পর্কে যে সব বর্ণনা এসেছে তা তাওয়াতুর বা বহু লোকের পরম্পরা বর্ণনা পদ্ধতিতে এসেছে, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি অন্যান্য নবী রাসুলদের অবস্থা ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে একটু চিন্তা গবেষণা করবে সে নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যেসব পদ্ধতিতে তাদের নবুয়াত সাব্যস্ত করা হয়, সে সব পদ্ধতিতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত সাব্যস্ত করা যায়, বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। যখন কেউ চিন্তা করবে যে, কিভাবে মূসা ও ঈসা [আঃ] এর নবুয়াত বর্ণিত হয়েছে তখন জানবে যে বহু লোকের পরম্পরা বর্ণনার ভিত্তিতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত যে বহু লোকের পরম্পরার ভিত্তিতে প্রমাণিত তা আরো বেশি মজবুত ও দৃঢ়। কেননা তাঁর মুজিযা অনেক, বরং তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন, যা অসংখ্য লোকের পরম্পরার ভিত্তিতে মুখে তিলাওয়াত ও লিখিতভাবে যুগ যুগ ধরে বর্ণিত হয়ে আসছে।

১১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নিরক্ষরতা তাঁর নবুয়াতের আরেকটি প্রমাণ। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি লেখা পড়া জানতেন না। তাঁর নিরক্ষরতাই কোরআনে কারীম আল্লাহ তায়া'লার তরফ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বিশেষ করে তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] স্বীয় জাতির মাঝে অনেক বছর বসবাস করেছেন, যদি তিনি লেখা পড়া জানতেন তবে কাফেরেরা বলত যে, এ সব কিছু তাঁর নিজের আবিষ্কার ও চিন্তা ভাবনা থেকে নেয়া। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবর্তীণ করেছি। অতঃপর যাদের কে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও [মক্কাবাসীদেরও] কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।} [সূরা আনকাবুতঃ ৪৭-৪৮]

আল্লাহর সৃষ্টি

যখন প্রাচীন ডায়ক্লেশন সম্রাজ্যের অধিভুক্ত দেশসমূহ অবনতির তলানিতে এসে ঠেকেছিল সে সময় হঠাত আরব মরুতে জেগে উঠল এক প্রতি পক্ষ। তা ঐ কুঁজো বৃদ্ধ সম্রাজ্যকে দাবড়ে বেড়াল। একই ভাবে তা পাশ্চাত্যের নতুন সম্রাজ্যেরও ছিল চরম প্রতিপক্ষ। চোখের সামনে এই প্রতিপক্ষের বড়ত্ব বাড়তে লাগল। যেন আল্লাহর স্থায়ী যত্ন তার নিষ্ঠাবান বাহিনীকে জিহাদ ও স্পষ্ট বিজয়ের দিকে টেনে নিয়ে যেত। এমনকি সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের কিছু পরে সাসানিকদের রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ল। কনস্টান্টাইনের মিত্ররাও সে পরিনামের হুমকির মুখে পরল।

আলডো মিলা

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

কোরআন যে তাঁর পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ তায়া'লার নিকট থেকে অবতীর্ণ সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা আরো তাগিদ দিয়ে বলেনঃ {তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [সূরা জুম'আঃ ২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মী বা নিরক্ষর গুনে গুণান্বিত করে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য নিরক্ষর লোকদের মাঝে তাঁর আয়াত অর্থাৎ আল্লাহর অহী পড়ে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেন, যেমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসুলগণ তাদের জাতিকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন যা অন্যান্য রাসুলগণ তাদের জাতিকে শিখিয়েছেন। এ সব গুনাবলী রাসুলের মু'জিযা, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্বেও অন্যান্য নবী রাসুলগণ তাদের জাতির জন্য যে সব উপকারী জিনিস নিয়ে এসেছেন সে সব উপকারী জিনিস এই নিরক্ষর একজন নবীও নিয়ে এসেছেন, তাদের থেকে কোন অংশে কম আনেননি, ফলে তাঁর [সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের] নিরক্ষরতা তাঁর জন্য মু'জিযা, অন্যান্য নবীরা যেমনঃ মূসা [আঃ] লেখাপড়া জেনেও যা কিছু এনেছেন, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্বেও তাঁর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে এসেছেন।

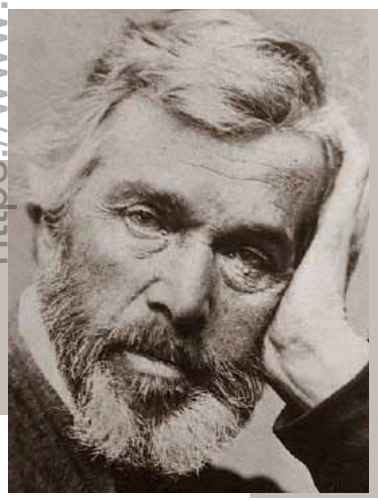

নববী আখলাক

আমি মুহাম্মদ [সঃ] কে অবশ্যই ভালবাসি তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা ও কপটতা মুক্ত স্বভাবের জন্য। এই মরু সন্তান ছিল মুক্তমনা। তিনি শুধু নিজের উপর নির্ভর করতেন। নিজের যত খানি আছে তাই দাবি করতেন। তিনি অহংকারি ছিলেন না, তবে নিচুও ছিলেন না। তিনি তাঁর শীর্ণ বসনে ছিলেন যেমন আল্লাহ তাকে রেখেছেন, যেমন আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন। রোম পারস্যের রাজাদেরকে তিনি নিজের মুক্ত ও স্পষ্ট ভাষায় দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে তিনি ইহজগৎ ও পর জগতের দিশা দিতেন। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাশীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজকের দিনের কাজ কালকের জন্য রেখে দিতেন না।

টমাস কার্লাইল
স্কটিশ লেখক ও ইতিহাসবিদ

সর্বশেষ নবুয়াতঃ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বকালে ও যুগে পৃথিবীর সব মানুষের নিকট প্রেরণ করা আল্লাহ তায়া'লার এক মহা হিকমত ও প্রজ্ঞা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি;কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।} [সূরা সাবাঃ ২৮]

তাঁর রিসালাতকে সব ধরণের পরিবর্তন ও রূপান্তর থেকে মুক্ত রেখেছেন, যাতে তাঁর রিসালাত মানুষের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে অবশিষ্ট থাকে। ইহা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সব ধরণের দোষত্রুটি থেকে পবিত্র, এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রিসালাতকে সব রিসালাতের শেষ রিসালাত করেছেন। এ জন্য তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসেবে নির্বাচন করেছেন, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। কেননা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রিসালাতের দ্বারা সব রিসালাতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা শরিয়তের বিধিবিধান পূর্ণ করেছেন,

ধর্ম এক

সব নবীদের ধর্ম এক। আদম [আঃ] থেকে মুহাম্মদ [সঃ] পর্যন্ত তারা অভিন্ন মতের ধারক। তিনটি আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে। সেগুলো হল, জাবুর, তাওরাত ও কোরআন। তাওরাতের সাথে কোরানের সম্পর্ক হল, জাবুরের সাথে তাওরাতের সম্পর্কের মত। ঈসা [আঃ] এর সাথে মুহাম্মদে [সঃ] এর সম্পর্ক হল, মূসা [আঃ] এর সাথে ঈসা [আঃ] এর সম্পর্কের মত। তবে যা জেনে রাখা দরকার তা হল, কোরআন মানুষের কল্যানে আসমান থেকে অবতীর্ণ সর্ব শেষ কিতাব। আর এর বাহক হলেন শেষ নবী। তাই কোরানের পর আর কোন কিতাব নেই এবং মুহাম্মদ [সঃ] এর পর আর কোন নবী নেই।

হ্যানরী ডি ক্যাসটারী
ফরাসি সাবেক সেনা অফিসার

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সর্বশেষ আসমানী কিতাব

এক সময় তাওরাত ছিল মানুষের দিশারী ও তাঁর পথ চলার মূল। তবে যখন যীশু আবির্ভূত হলেন তখন খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের নিয়ম নীতি আনুসরণ করতে শুরু করে। এর পর কোরআন উভয়ের স্থানে স্থিত হল। তবে কোরআন ছিল সে দুটির তুলনায় অধিক ব্যপক ও বিস্তর। একই ভাবে ওই দুটি কিতাবে যে পরির্তন অনুপ্রবেশ করেছে কোরআন তা পরিশুদ্ধ করে দিয়েছে । কোরআন সব কিছু সন্নিবেশ করেছে। সব আইন কানুনের সমাবেশ করেছে। কারণ, তা হল শেষ আসমানি কিতাব।

ওয়াশিংটন এরফেঞ্জ

মার্কিন প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

তাঁর দ্বারা রিসালাতের কাঠামো পূর্ণ করেছেন।

এজন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তা পূর্ববর্তী সব কিতাবের রক্ষাকারী, কর্তৃত্বকারী ও রহিতকারী। এমনিভাবে তাঁর আনিত শরিয়ত পূর্ববর্তী সব শরিয়তের রহিতকারী। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রিসালাতের হিফাযতের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। ফলে তাঁর রিসালাত অসংখ্য মানুষের পরম্পরা বর্ণনার ভিত্তিতে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। কেননা কোরআন লিখিত ও পঠিত উভয় সুরতেই অসংখ্য মানুষের পরম্পরা বর্ণনায় বর্ণিত হয়ে আসছে। এমনিভাবে এ ধর্মের শরিয়ত, ইবাদত, আখলাক, বিভিন্ন বিধান প্রভৃতি ব্যবহারিকভাবে অসংখ্য মানুষের পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে।

যে কেউ রাসুলের সিরাত ও সুন্নত নিয়ে চিন্তা করলে জানতে পারবে যে, তাঁর সাহাবারা মানব জাতির জন্য রাসুলের সব অবস্থা, বাণী ও কাজ সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহর জন্য তাঁর ইবাদত, জিকির, ইস্তিগফার, তাঁর জিহাদ, বদান্যতা, বীরত্ব, সাহাবাদের ও ভিন দেশীদের সাথে তাঁর আচার আচারণ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে তারা তাঁর আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, সফর ও স্থায়ী বসবাসের অবস্থা, তাঁর খাওয়া দাওয়া, পানাহার, পোশাক পরিচ্ছেদ, ঘুম ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সব ধরণের কাজ ও অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

এসব কিছু যখন কেউ একটু চিন্তা ভাবনা করবে তখন সে বুঝতে পারবে যে, এ ধর্ম আল্লাহ তায়া'লা কর্তৃক সংরক্ষিত।

আর তখন সে জানতে পারবে যে, তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম] সর্বশেষ নবী ও রাসুল। কেননা আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।} [সূরা আহযাবঃ ৪০]

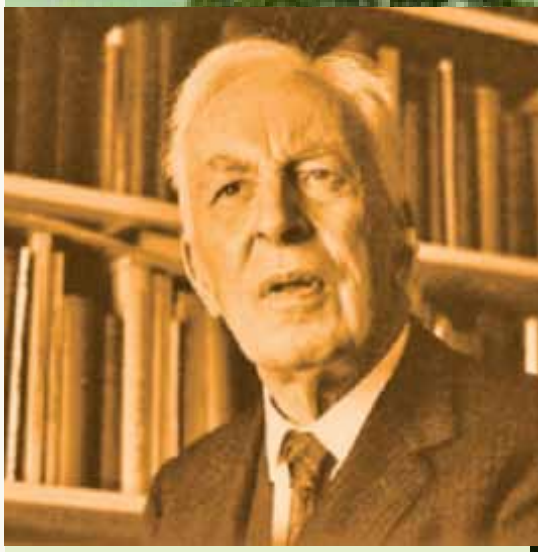

মানবজাতির শিক্ষক

রসুলে আরাবীর সীরাত তাঁর অনুসারীদের বুদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাদের নিকট সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে। তাই তারা তাঁর রেসালাতের উপর এমন ঈমান এনেছে যার ফলে তারা তাঁর উপর অবতীর্ণ সকল ওহীকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনিভাবে হাদিছ অনুযায়ী তাঁর সব কাজও আইনের উৎসে পরিণত হয়েছে। এ আইন শুধু মুসলিম সমাজের জীবন বিধানের মাঝেই সীমিত নয়, বরং এতে আছে মুসলিম বিজেতাদের সাথে অমুসলিম প্রজাদের আচার আচরনের বিধান।

আর্নল্ড টয়েনবী

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সর্বশেষ নবী

নবী মুহাম্মদ [সঃ] প্রতি অভিভূতদের একজন আমি; এক আল্লাহ যাকে নির্বাচিত করেছেন তাঁর হাতেই রেসালাতের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য এবং তিনি শেষ নবী হওয়ার জন্য।

টলস্তোয়

রাশিয়ান সাহিত্যিক

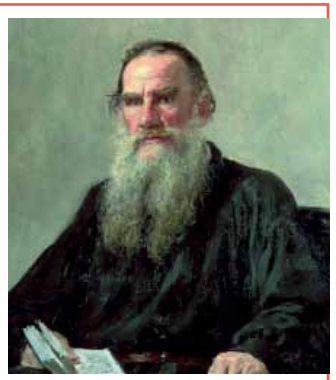

আল্লাহর ইবাদত কর

আল্লাহ তায়ালা যে নবী রাসুলদেরকে পাঠিয়েছিলেন মানুষকে আল্লাহর এবাদতের দিকে ডাকার জন্য মুহাম্মদ [সঃ] ছিলেন তাদের মধ্যে সর্ব শেষ ও সর্ব মহান।

ওয়াশিংটন এরফেঞ্জ

মার্কিন প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বের নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। বরং যারা তাঁর উপর ঈমান আনেনি তিনি তাদের জন্যও রাসুলকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। রাসুলের সারা জীবনের নানা ঘটনা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এ রহমত স্পষ্ট হয়। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলোঃ তিনি যখন মক্কায় স্বজাতিকে –তাদের উপর রহমত করে- দাওয়াত দিলেন, তারা তাঁকে মিথ্যারোপ করেছিল, মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে, এমনকি তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে রক্ষা করেন, তিনি তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি,আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।} [সূরা আনফালঃ ৩০]

এতকিছুর পরেও তাদের প্রতি রাসুলের রহমত দিনে দিনে বেড়েই চলল, তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী ছিলেন। আল্লাহ তায়া'লা এ সম্পর্কে বলেনঃ {তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল,দয়াময়।} [সূরা তাওবাঃ ১২৮]

ইসলামের বিশ্বজনীনতা

কোরানের যে আয়াতটি ইসলামের বিশ্বজনীনতার দিকে ইশারা করে, এই বলে যে, এই দীনকে তার সে নবীর উপর নাজিল করেছেন যিনি "সমগ্র জগত বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ", সে আয়াতটি সমগ্র জগতের জন্য সরাসরি আহ্বান। এটা উজ্জল প্রমান যে, রাসুল নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তার রেসালাত আরব জাতীর সীমানা পার হবে, এবং তার উচিৎ, ভিন্ন ভিন্ন জাতীর কাছে বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে এই নতুন বাণী পৌঁছে দেয়া

লোরা ভিশিয়া ভাগলিরী

ইতালিয়ান প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

অতঃপর তিনি যখন মক্কা বিজয়ের দিনে তাদের উপর বিজয় লাভ করলেন, তখন তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ তায়া'লা যখন তাঁর সাহায্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দু'পাহাড়ের মাঝে চেপে নিঃশেষ করে দেয়ার কথা বললেন, তখন তিনি এ আশায় ধৈর্য ধারণ করলেন যে, হয়ত আল্লাহ তায়া'লা তাদের বংশধরের থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ তায়া'লার ইবাদত করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।}
[সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

তিনি সমস্ত মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ, বিভিন্ন রঙ, ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, আক্বিদা ও স্থানের ভেদাভেদের উর্ধ্বে তিনি সকলের জন্যই রহমত।

তাঁর রহমত শুধু মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশুপাখি ও জড়পদার্থের জন্যও তিনি ছিলেন রহমত স্বরূপ। এক আনসারী সাহাবী তার উটকে শাস্তি দিচ্ছিল, উটটি ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পাচ্ছিল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অবস্থা দেখে দয়াশীল হলেন, উটের মালিককে তার প্রতি সদয় হতে বললেন, তার সাধ্যের বাহিরে তাকে বহন করাতে নিষেধ করলেন। একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, এক লোক কবুতরের বাচ্চা নিয়ে এসেছে, এতে তিনি কবুতরের উপর দয়াশীল হলেন, তাঁর হৃদয় নরম হল, তিনি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে বললেন। তিনি বলেছেনঃ "যখন তোমরা পশু পাখি জবাই করবে, তখন তাদের প্রতি সদয় হয়ে জবাই কর"। [মুসলিম শরীফ] এমনকি তার রহমত জড়পদার্থকেও শামিল করেছে। যখন তার মিম্বারের কাঠ খন্ডটি তাঁর থেকে আলাদা করার কারণে কান্না শুরু করল, তখন তিনি সেটির কাছে গেলেন, সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন, ফলে সেটা শান্ত হল।

তাঁর রহমত শুধু বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং ইহা ছিল আদেশ, শরিয়ত, পদ্ধতি ও আখলাক, যা তিনি মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মানুষের প্রতি রহমত, দয়া ও নম্রতার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেছেনঃ "হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্বশীল হয় এবং তাদের সাথে কঠোরতা করে তুমিও তার প্রতি নির্দয় ও কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের শাসক হয় এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তুমিও তার সাথে সদয় ব্যবহার কর"। [মুসলিম শরীফ]। অতঃএব রহমত হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান চরিত্র। ইসলাম ধর্মের মৌলিক ভিত্তি হলো রহমত ও শান্তি।

সকলের জন্য রহমত স্বরূপ

মুহাম্মদের ঐতিহাসিক জীবনকে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বর্ণনা করেছেন এর চেয়ে সুন্দর ভাবে আর বর্ণনা করা সম্ভব না। তিনি বলেছেন, "আপনাকে তো আমি শুধু জগতবাসির রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" এ মহান এতীম নিজেই প্রমান করেছেন, তিনি সব দুর্বলের এবং সব সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষীর জন্য সর্বমহান রহমত। সব এতীম , মুসাফির, অসহায়, দরিদ্র, ও মেহনতি মানুষের জন্য প্রকৃত রহমত।

জন লিক

স্প্যানিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন মানব জাতির সৌভাগ্য

মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নকারী

নবী মুহাম্মদ [সঃ]অসম্ভব দ্রুত ভাবে মানুষকে সুখের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। মুহাম্মদের [সঃ] এর আগে মানুষের অবস্থা ও তাদের গোমরাহীর দিকে কেউ তীক্ষ্ণ ভাবে দৃষ্টি দিলে এবং তাঁর পরের অবস্থা ও তাঁর যুগে তাদের বিপুল উন্নতির দিকে তাকালে এ দুইয়ের মাঝে আকাশ পাতাল তফাত দেখতে পাবে।

কুইলিয়াম
ইংরেজ চিন্তাবিদ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্ত হয়ে আগমন করলেন, ফলে আল্লাহ তায়া'লা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের বরকতে মানব জাতিকে হিদায়েত দান করলেন। যেহেতু তিনি এসেছেন স্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়েত নিয়ে, এমন হিদায়েত যার স্পষ্টতা বর্ণনাতীত ও জ্ঞানীর জ্ঞানের উর্ধ্বে। তিনি মানব জাতির জন্য উপকারী জ্ঞান, সৎকর্ম, মহান চরিত্র, সরল সহজ রীতি নীতি নিয়ে এসেছেন। সমস্ত মানব জাতির সকল জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, কর্ম একত্রিত করলেও তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা অনেক গুন বেশি হবে। অতএব সমস্ত প্রংশসা মহান আল্লাহ তায়া'লার, তিনি যেভাবে প্রশংসা পেতে ভালবাসেন ও যেভাবে প্রশংসা করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

আক্বীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বলা যায়ঃ তখন মানব জাতি আল্লাহর সাথে শিরক করত, তিনি ছাড়া অন্যান্য ইলাহদের ইবাদত করত, এমনকি আসমানী কিতাবের অধিকারী অনেক আহলে কিতাবরাও শিরক করতে লাগল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনিষ্ঠ তাওহীদ, এক আল্লাহর ইবাদত নিয়ে আগমন করলেন, যার কোন শরিক নেই। তিনি মানব জাতিকে মানবের গোলামী থেকে মুক্ত করে মানুষের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে নিয়ে আসেন। তিনি তাদের অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার কলুষতা থেকে মুক্ত করেন। তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য নবী রাসুলগণ যা নিয়ে এসেছিলেন তিনিও তা নিয়ে প্রেরিত হলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে,আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।}[সূরা আম্বিয়াঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ{আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।}[সূরা বাক্বারাঃ ১৬৩]

সামাজিক দিক থেকেঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময় প্রেরিত হন যখন মানব জাতি জুলুম, অত্যাচারে নিষ্পেষিত ছিল। তারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ফলে তারা একে অন্যের উপর জুলুম ও নির্যাতন করত। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব অনারব, সাদা কালো সব ধরণের ভেদাভেদ মুক্ত করে সমগ্র মানব জাতির মাঝে সমতা আনলেন। তাকওয়া ও সৎকর্ম ব্যতীত কারো উপর কারো কোন মর্যাদা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।}[সূরা হুজরাতঃ ১৩]

তিনি ন্যায় বিচার, সদাচার ও সামাজিক দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির আদেশ দিলেন। জুলুম, অন্যায়, সীমালংঘন ইত্যাদি নিষেধ করলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।}[সূরা নাহলঃ ৯০]

বরং তিনি মানুষের সব অধিকার সংরক্ষণ করেছেন, এমনকি আভ্যন্তরীণ সম্মানবোধও, তাই তিনি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

সব মানুষের ধর্ম

১- আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হল ইসলাম। [আল ইমরান, ১৯]
২- আপনাকে আমি সব মানুষের জন্যই প্রেরণ করেছি, সুসংবাদ দাতা সতর্ককারী রূপে। [সাবা, ২৮]
এ দুটি আয়াত আমার মনে ব্যপক প্রভাব ফেলেছে। কারণ, এগুলোতে আছে ইসলামের বিশ্বজনীনতার প্রমাণ। আর শরয়ী জীবন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ ও হযরত ঈসা [আঃ] এর পূর্ণ বিবরণ তো আছেই। সব নবী রাসুলের ধর্মকে সম্মান করার যে মুক্ত শিক্ষা এতে আছে, এর চেয়ে শক্ত ও সত্য শিক্ষা আর কি আছে! নিঃসন্দেহে ইসলাম হল, ন্যায় সত্য ও যুক্তির ধর্ম।

ওয়াজনর
ডাচ গবেষক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

{মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।} [সূরা হুজরাতঃ ১১]

চারিত্রিক দিক থেকে বললেঃ আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন যখন মানব জাতি চারিত্রিক অধঃপতনে নিমজ্জিত ছিল। আদব, আখলাক, মানবতা ও শিষ্টাচার বলতে কিছুই ছিলনা। এমতাবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে উত্তম চরিত্র ও উন্নত শিষ্টাচারের দিকে ফিরিয়ে আনতে আগমন করেন। যাতে সম্মানজনক আচার আচরণ ও লেনদেনে তাদের জীবন সুখী হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণ করতে আগমন করেছি"। [বায়হাকী] বরং আল্লাহ তায়া'লা তাঁর চরিত্রকে মহান চরিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [সূরা কুলমঃ ৪]

তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] চরিত্র ও শিষ্টাচারে উত্তম উপমা ছিলেন। খোদাভীতি, পরহেজগারী, উত্তম লেনদেন, ভাল ব্যবহার ও সুন্দর কথাবার্তায় মহান উপমা ছিলেন। বরং সব সুন্দর জিনিসের ক্ষেত্রে তিনি উত্তম নমুনা ছিলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে,তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।} [সূরা আহযাবঃ ২১]

বিদায় হজ্জের শিক্ষা

মুহাম্মদ [সঃ] তাঁর ওফাতের এক বছর আগে বিদায়ী হজ্জ পালন করেছে। তখন তাঁর জাতীর সামনে মহা উপদেশ পেশ করেন। এর প্রথম অংশেই মিটিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক লুটতরাজ রক্তের প্রতিশোধ আর শেষ প্যারাতে কৃষ্ণাংগ মুমিনকে খলিফা হয়ার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ উপদেশ জগতে ইনসাফপূর্ণ সুন্দর আচরণের মহান রীতির প্রচলন করেছে।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

আর নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে বললে, ইসলাম পূর্বে নারীরা ছিল সবচেয়ে উপেক্ষিত ও তিক্ততর জিনিস। আল্লাহ তায়া'লা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন, যখন নারীরা ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাদের কোন অধিকার ছিলনা। তারা কি মানুষ না অন্য কিছু এ ব্যাপারে তখন মানুষ মতানৈক্য করত। তাদের কি বেঁচে থাকার অধিকার আছে নাকি তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং শিশু কালেই তাদেরকে জীবিত দাফন করা হবে? এ ব্যাপারে তারা মতপার্থক্য করত। তাদের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।} [সূরা নাহলঃ ৫৮-৫৯]

তারা ছিল শুধুমাত্র খেলনা ও আনন্দ উপভোগের পাত্র, বেচাকেনাযোগ্য পুতুল স্বরূপ এবং আপমানিত সৃষ্টি।

তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবীকে নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা রূমঃ ২১]

আল্লাহর নবী মুহাম্মদের চরিত্র

মহৎ স্বভাব, ভদ্র চরিত্র, পরম লাজুকতা, প্রখর অনুভূতিশীলতা এসব যতটুকু মহানতর হতে পারে ততটুকু ছিল মুহাম্মদ [সঃ] এর। মুহাম্মদ [সঃ] এর আরও ছিল বিস্ময়কর বোধ শক্তি, সীমাহীন মেধা, ও তীক্ষ্ণ মহৎ মমতা বোধ। তিনি ছিলেন মহান চরিত্র ও সন্তোষ জনক স্বভাবের অধিকারী।

আব্দুল্লাহ কুইলিয়াম

ইংরেজ চিন্তাবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

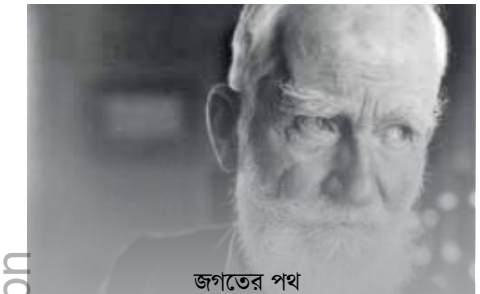

জগতের পথ

ইসলামের রাসুলের জীবনী আমি বার বার ভাল করে অধ্যয়ন করেছি। তাতে আমি নৈতিকতা যেমন হওয়া দরকার তেমনই দেখতে পেলাম। আমি কত আকাঙ্ক্ষা করেছি, ইসলামই হোক জগতের পথ!

বার্নার্ড শ
ইংরেজ লেখক

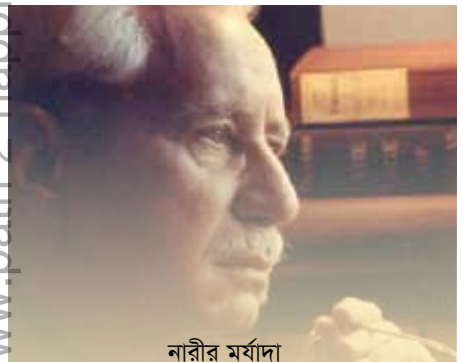

নারীর মর্যাদা

ইসলাম আরবে নারীর মর্যাদা উন্নীত করেছে। জীবন্ত কন্যা সমাহিত করার প্রথা রহিত করেছে। বিচার ও আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে সমতা বিধান করেছে। যে কোন বৈধ পেশা গ্রহন, নিজের অর্থ সম্পদ নিজেই সংরক্ষণ, উত্তারাধিকারী সম্পত্তি অর্জন, নিজের ইচ্ছা মত সম্পদ ব্যয় এসবের অধিকার দিয়েছে তাকে। জাহেলী যুগের বিভিন্ন কুপ্রথা যেমনঃ পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে তার স্ত্রীর মালিক হওয়া, নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া এবং তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া ইত্যাদিকে ইসলাম রহিত করেছে।

উইলিয়াম ডুরান্ট
মার্কিন লেখক

বরং তিনি মা হিসেবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর।} [সূরা বনী ইসরাইলঃ ২৩]

তিনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে পুরুষের সাথে সদ্ব্যবহারের চেয়ে অগ্রাধিকার দেন। "এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার সদ্ব্যবহার পেতে কে অধিক হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপরে কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপরে কে? তিনি আবার বললেনঃ তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপরে কে? তিনি বললেনঃ তোমার বাবা"। [বুখারী শরিফ]।

কন্যা হিসেবে তাদেরকে সম্মান দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]বলেছেনঃ "যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে, তাদেরকে লালন পালন করেছে, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে, তাদের ব্যয়ভার বহন করেছে, তাদের উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। একজন বললঃ হে আল্লাহর রাসুল, যদি দুইজন থাকে? তিনি বললেনঃ যদি দুইজনও থাকে"। [মুসনাদে আহমদ]।

স্ত্রী হিসেবে তাদেরকে সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি তাদের সম্মান করাকে উত্তম হওয়ার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মাঝে আমার স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি"। [ইবনে মাজাহ]

জুলুম অত্যাচার!!

ইউরোপে দার্শনিকদের এ বিষয়ে আলোচনা সভা হতোঃ নারীর কি পুরুষের প্রাণের মত প্রাণ আছে? তার মানবিয় প্রাণ নাকি পাশবিক প্রাণ? তারা আলোচনায় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, তাদের প্রাণ আছে তবে তা পুরুষের প্রাণের থেকে অনেক স্তর নিচু।

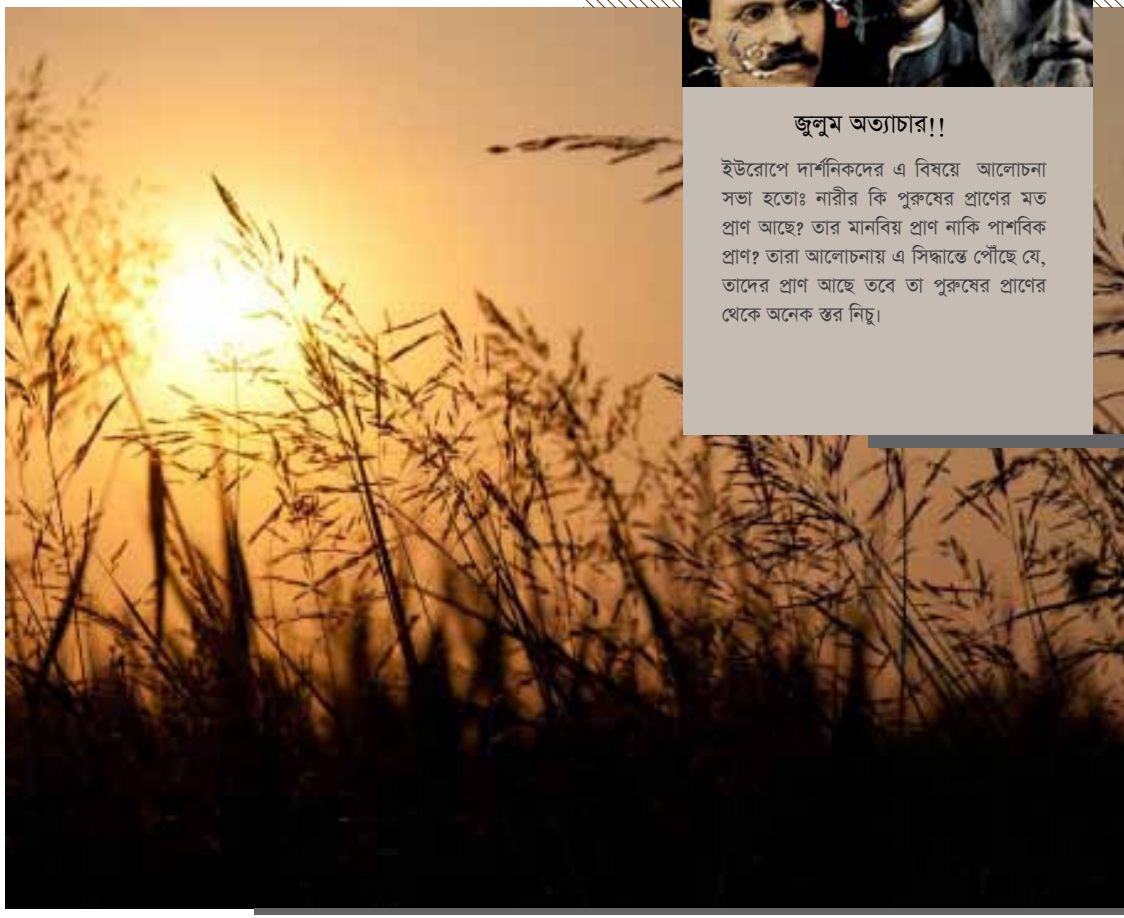

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

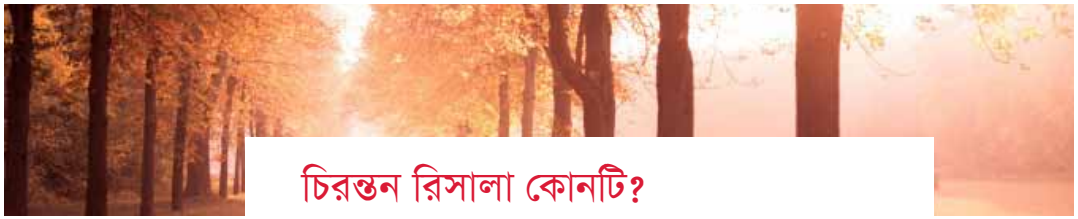

চিরন্তন রিসালা কোনটি?

প্রত্যেক ধর্মের নাম সে ধর্মের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাকারী, বা সে ধর্মের অনুসারীদের নাম থেকে নামকরণ করা হয়। যেমনঃ যারাদাশতের নামানুসারে তার ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে যারাদাশতিয়া। গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে বৌদ্ধ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ইহুদী ধর্ম যেহেতু ইয়াহুজা সম্প্রদায়ের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাই তাদের ধর্মে ইহুদী ধর্ম বলা হয়। আর খৃষ্টান ধর্ম যিশু খৃস্টের থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এ ধরণের কোন কিছু থেকে নেয়া হয়নি।

তাই ইসলাম ধর্ম কোন নির্দীষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। বরং যারাই আল্লাহর অনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করবে, তাঁর একত্ববাদে মাথানত করবে, সে নিজেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী হবে। যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরর অনুসরণ করবে, তিনি যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন সে ধর্মের আনুগত্য করবে, তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁর অনুসরণ করবে সেই প্রকৃত মুসলিম। সে যে কালে বা স্থানেই হোক না কেন, যে রঙ বা জাতির হোক না কেন।

আল্লাহর কোন শরিক নেই

এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি সত্য ,তিনি ব্যাতীত আর সব ভ্রান্ত। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং রিজিক দিচ্ছেন। ইসলাম হল, সব আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা। তার অনুগত্য করা। তার কাছে প্রশান্তি খোঁজা। তার উপর ভরসা করা। পূর্ণ শক্তি হলো তার বিধানের উপর অবিচল থাকা, দুনিয়া ও আখেরাতে যাই হোক, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন বিপদ আসুক _ হোক তা মৃত্যু_ সব সানন্দে নিঃসংকোচে ও সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করা, এ বিশ্বাস করা যে, এটাই কল্যাণ, তা ছাড়া আর কোন কল্যাণ নাই। আর বোকামী হল, মানুষ নিজের দুর্বল বুদ্ধিকে জগত ও চারপাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করা। বরং তার উচিৎ এ বিশ্বাস করা যে, জগতের একটি ন্যায়ানুগ আইন আছে, যদিও তার বুঝে না আসুক এবং কল্যাণ হল জগতের মূল। আর সততা হলো অস্তিত্বের প্রাণ। তার উচিৎ স্থিরতা ও তাকওয়ার সাথে এ সবে ও বিশ্বাস করা ও এর অনুসরন করা।

টমাস কার্লাইল
স্কটিশ লেখক ও ইতিহাসবিদ

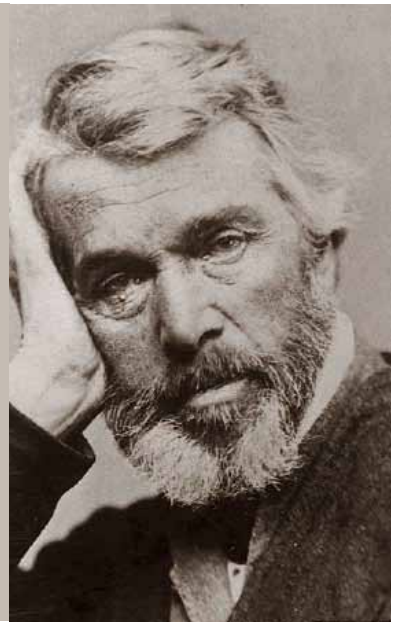

আরব ও অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই

মুসলিমরা যে যেই জাতিভুক্ত হোকনা কেন তারা একে অপরের দৃষ্টিতে কেউ কারো পর নয়। অধিকারের ক্ষেত্রে দারুল ইসলামে চীনা মুসলিম ও আরব মুসলিমের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। এভাবে ইসলামী অধিকার ইউরোপীয় অধিকার থেকে মৌলিক ভাবে ভিন্ন।

গোস্তাভ লে ভোন
ফরাসি ইতিহাসবিদ

চিরন্তন রিসালা মহাবিশ্বের সবার জন্যই

ইসলাম এমন এক ধর্ম যার উপর এ পৃথিবীর সকলেই চলে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৮৩]

একথা সকলেরই অবগত যে, এ পৃথিবীর সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন, স্থায়ী রীতি নীতির উপর পরিচালিত। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ জমিন সব কিছুই একটা সাধারণ নিয়মের উপর পরিচালিত। নিয়মের বাইরে সামান্য পরিমান নড়াচড়া, বা এক চুল পরিমানও বের হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি মানুষ যদি তার নিজের দিকে লক্ষ্য করে তবে সে বুঝতে পারবে যে, সে নিজেও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম কানুনের কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য-পানি, আলো বাসাত, উষ্ণতা সব কিছুই তার জীবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাপে পরিচালিত হচ্ছে। এ নির্ধারিত নিয়মে তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালিত হয়। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তায়া'লার নির্ধারণ অনুযায়ী কাজ করে।

এ পূর্ণ পরিমাপ ও নির্ধারণ, যার কাছে পৃথিবীর সব কিছু আত্মসমর্পিত, আসমানের সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হতে জমিনের সবচেয়ে ছোট বালুকণা পর্যন্ত কোন কিছুই যার আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। এ সব কিছুই এক মহান ক্ষমতাবান মালিক, আল্লাহ তায়া'লার কর্তৃক নির্ধারিত। আসমান জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছুই যেহেতু তাঁর নির্ধারিত নিয়ম কানুনের দ্বারা পরিচালিত, এতে বুঝা যায় যে, ইসলামই হলো সারা পৃথিবীর সকলের জন্য মনোনীত ধর্ম

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

। কেননা ইসলামের অর্থ হলো কোন ধরণের আপত্তি ব্যতীত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর আদেশ মান্য করা ও নিষেধ থেকে দূরে থাকা। চন্দ্র-সূর্য, আসমান জমিন, বায়ু, পানি, আলো, অন্ধকার, উষ্ণতা, গাছ পালা ও পশুপাখি সব কিছুই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা জাসিয়াঃ ১৩]

বরং যে মানুষ তার প্রতিপালককে জানেনা, তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাঁর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যাণ করে, বা তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তাঁর সাথে শিরক করে, সে নিজেও তাকে যে স্বভাব প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে সে স্বভাব প্রকৃতিতে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মানুষের মাঝে দুটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

প্রথমটি হলোঃ স্বভাবজাত প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, নতিস্বীকার, তাঁর ইবাদতে করতে ভাললাগা, তাঁর নৈকট্য লাভ, সত্য, কল্যাণ ও সততা ইত্যাদি যা তিনি ভালবাসেন তা ভালবাসা, আর বাতিল, অকল্যাণ, জুলুম, অত্যাচার ইত্যাদি যা তিনি অপছন্দ করেন তা ঘৃণা করে। মানব স্বভাবের আরো দাবী হলো, সম্পদ, পরিবার, সন্তান প্রভৃতিতে ভালবাসা, খাওয়া দাওয়া, পানাহার, বিবাহতে আগ্রহ, আর এ সবের চাহিদা অনুযায়ী শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন।

দ্বিতীয়টি হলোঃ মানুষের ইচ্ছা ও পছন্দ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুল ও কিতাব নাযিল করেছেন যাতে মানুষ সত্য-মিথ্যা, হেদায়েত-ভ্রষ্টতা ও কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। তিনি তাদেরকে আকল বা জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন যাতে তারা সেচ্ছায় জেনে শুনে এ সব পছন্দ করতে পারে। সে যদি চায় কল্যাণের পথে চলবে তবে তার বিবেক তাকে সত্য ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করবে। আর যদি সে অকল্যাণের পথে চলতে চায় তবে তার বিবেক তাকে সে অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

{বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।} [সূরা কাহফঃ ২৯]

মানুষেকে যদি প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, সে আত্মসমর্পণের দিকে সর্বদা ধাবিত, ইহা স্বভাবগতভাবেই পালনে বাধ্য, সে উহা থেকে আলাদা হতে পারেনা, তার অবস্থা অন্যান্য সৃষ্টির মতই।

আবার যদি তাকে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় তবে দেখা যাবে যে, সে স্বাধীন, যা ইচ্ছা তাই নিজের জন্য পছন্দ করতে পারে। সে ইচ্ছা করলে মুসলমান হতে পারে, আবার চাইলে সে কাফেরও হতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয় ।} [সূরা দাহর, আয়াতঃ ৩]

এজন্যই মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখা যায়ঃ একদল মানুষ তার স্রষ্টাকে জানে, তাঁকে প্রতিপালক, মালিক, ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, তাদের স্বাধীন জীবনে তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করে, যেমনিভাবে সে স্বভাবসুলভভাবেই রবের প্রতি আত্মসমর্পণকারী, সে ইহা থেকে ভেগে যেতে পারেনা, সে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অনুসারী। এ হলো পূর্ণ মুসলিম, যার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে, তার জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, কেননা সে তার প্রতিপালক ও স্রষ্টাকে জানতে পেরেছে, যিনি তাদের কাছে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে শিক্ষা দেয়া ও নেয়ার শক্তি দান করেছেন। তার জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তাধারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে, কেননা সে তার চিন্তাকে কাজে লাগিয়েছে। অতঃপর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবেনা, যে আল্লাহ পাক তাকে বুঝ ও চিন্তা শক্তি দান করে সম্মানিত করেছেন। তার জবান সত্য কথা বলেও সঠিক পথে চলে। কেননা সে এখন এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে স্বীকার করেনা, যিনি তাকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন, তার জীবনে

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সত্য ছাড়া যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেননা সে এমন এক শরিয়তের অনুসারী যার প্রত্যেকটি কাজে রয়েছে কল্যাণ। তার ও সমস্ত সৃষ্টিকূলের মাঝে পরিচিতি ও সহমর্মিতায় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কেননা সে মহাপ্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী আল্লাহ তায়া'লা ছাড়া কারো ইবাদত করেনা, সমস্ত সৃষ্টিকূল যার আদেশ মান্য করে, তাঁর নির্ধারিত নিয়মে তারা পরিচালিত হয়, আর তিনি এ সব সৃষ্টিকূল মানুষের জন্য অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ অভিমূখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।} [সূরা লোকমানঃ ২২]

এ দুয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য

কোরানের দৃষ্টিতে তাওহীদ ও আমি এক জন খৃষ্টান হিসাবে তৃত্ববাদে বিশ্বাস এ দুয়ের মাঝে বিচারের ক্ষেত্রে আমি নিরুপায় ছিলাম। এর পর দেখত পেলাম যে দ্বিতীয়টি ইসলামের নীতি থেকে অনেক নীচে। ঠিক সেখান থেকে আমি খৃষ্ট ধর্ম থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। তা এই ভিত্তিতে যে, যে কোন ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস। সুতরাং সঠিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যদি আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস শুদ্ধ না হয় তাহলে এর অর্থ হল, অন্য সব কাজ কর্ম হবে অনর্থক ও বেফায়দা।

নাজিমো রামুনী
ঘানার মিশনারি

স্থায়ী রিসালা সমস্ত নবী রাসুলগণের ধর্মঃ

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা সমস্ত মানবজাতির জন্য তিনি নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।} [সূরা হাজ্বঃ ৩৪]

ইহা সমস্ত নবী রাসুলগণের ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।} [সূরা বাকারাঃ ১৩৬]

আল্লাহর সব রাসুলগণ এ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা তাদের ইসলাম ঘোষণা করেছেন। তাদের জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা নুহ [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেরদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি।} [সূরা ইউনুসঃ ৭১-৭২]

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ তায়া'লা ইবরাহীম [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেনঃ অনুগত হও। সে বললঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।} [সূরা বাকারাঃ ১৩১]

বরং ইবরাহীম [আঃ] তার সন্তান সন্ততিদেরকে এ ধর্মে অনুসরণের জন্য অসিয়াত করে গেছেন। আল্লাহ তায়া'লা এ সম্পর্কে বলেনঃ {এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বললঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য।} [সূরা বাকারাঃ ১৩২-১৩৩]

আল্লাহ তায়া'লা মূসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।} [সূরা ইউনুসঃ ৮৪]

আল্লাহ তায়া'লা ঈসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে,আমরা অনুগত্যশীল।} [সূরা মায়েদাঃ ১১১]

ইসলাম হলো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ আসমানী রিসালাত যা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সমস্ত মানবের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি ইহাকে পরিপূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাহরা এ ধর্মে চললে তিনি রাজি খুশী হবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।} [সূরা মায়েদাঃ ৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন যে, তিনি মানব জাতির জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত ও পছন্দ করেছেন। এর উপর চললে তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ তায়া'লা আরো ঘোষণা করেছেন যে, ইহাই একমাত্র সঠিক ধর্ম, ইহা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তিনি গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৯]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৮৫]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা তাগিদ দিয়ে বলেছেন যে, ইসলামই তার নিকট একমাত্র ধর্ম। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তিনি গ্রহণ করবেন না। মৃত্যুর পরে একমাত্র মুসলমানরাই সুখী ও সফলকাম হবেন। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করেছে তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা জাহান্নামে শাস্তি পাবে। এজন্যই সমস্ত নবী রাসুলগণ আল্লাহর জন্য তাদের আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছেন। যারা আত্মসমর্পণ করেনি তাদের থেকে তারা ছিন্নতা ঘোষণা করেছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারাই মুক্তি ও সুখ শান্তি চায় তারা যেন ইসলামে প্রবেশ করে। তারা যেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে। তার অনুসরণের মাধ্যমেই তারা মূসা ও ঈসা [আঃ] এর প্রকৃত অনুসারী হবেন। কেননা মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ ও অন্যান্য সকল নবী রাসুলগণ মুসলমান ছিলেন। তারা সকলেই ইসলামের দিকে ডেকেছেন। কেননা ইসলামই আল্লাহ তায়া'লার একমাত্র ধর্ম যা নিয়ে তিনি তাদেরকে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে কিয়ামত পর্যন্ত কারো মুসলমান বলে দাবী করলে যথাযথ হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁকে অনুসরণকরবে এবং তিনি যে কোরআন নিয়ে এসেছেন সে কোরআন অনুযায়ী আমল করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সে স্বত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, এ উম্মতের যে কেউ, ইহুদী হোক বা নাসারা হোক, সে মৃত্যুবরণ করল অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান আনলনা, তবে সে জাহান্নামী হবে"। [মুসলিম শরিফ]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইসলাম সরল সহজ

ইসলামের মহা সহজতা এসেছে নিরেট তাওহীদ থেকে। এই সহজতার মাঝেই নিহিত ইসলামের শক্তির রহস্য। অন্যান্য ধর্মে যে জটিলতা, স্ববিরোধিতা ও দূর্বোধ্যতা দেখি, ইসলাম ও তার বুঝ সে সব থেকে মুক্ত এবং সহজ। ইসলামে ইলাহ একজন এবং আল্লাহর সামনে সব মানুষ সমান এমন নীতির চেয়ে স্পষ্ট আর আর কোন নীতি নেই।

গোস্তাভ লে ভোন
ফরাসি ইতিহাসবিদ

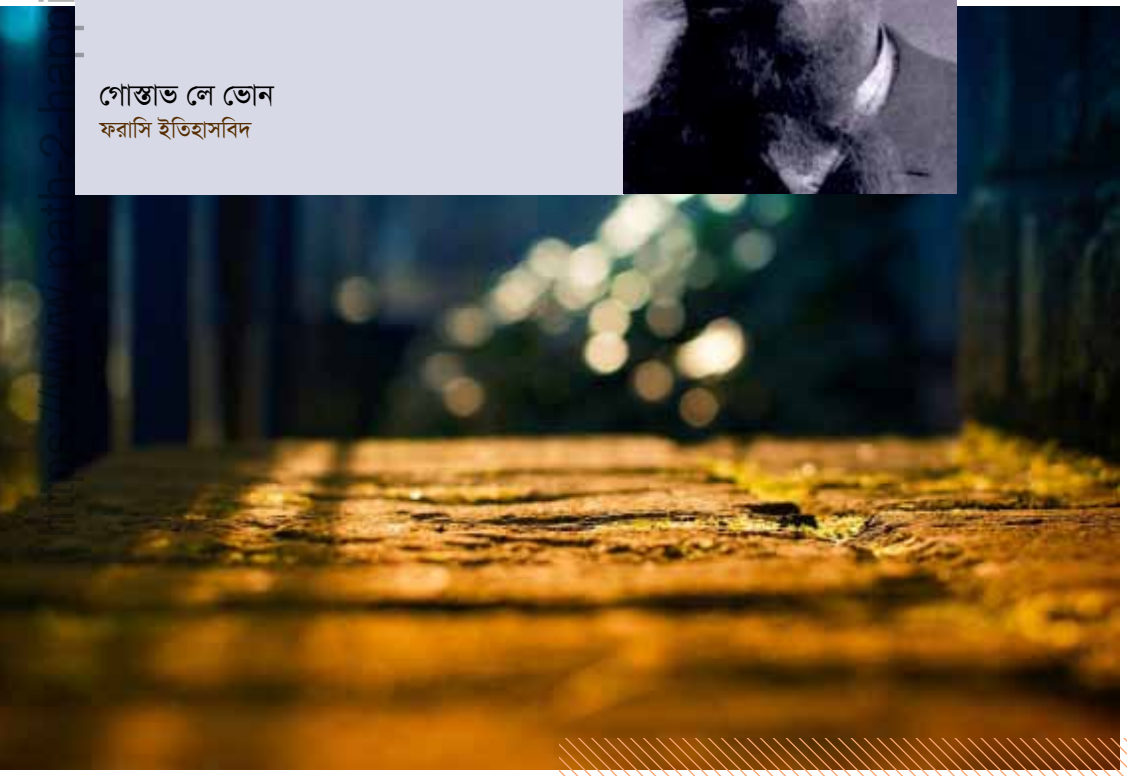

স্থায়ী রিসালাতের পরিপূর্ণতাঃ

ইসলাম ধর্ম, যা আল্লাহ তায়া'লা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন, ইহা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার একত্ববাদের ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে।} [সূরা আল মু'মিন, আয়াতঃ ৬৫-৬৬]

ইহা এক আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতের ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না।} [সূরা ইউসুফঃ ৩৯-৪০]

ইহা সুস্থ সঠিক বিবেকের ধর্ম, যা যদি প্রকৃত রূপ ও আসল গুনাবলীসহ কারো নিকট উপস্থাপন করা হয় তবে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।} [সূরা ইউসুফঃ ৪০]

ইহা স্পষ্ট দলিল, প্রমাণ ও অকাট্য ভিত্তির ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা নমলঃ ৬৪]

ইহা আরাম, সুখ-শান্তি ও আত্মপ্রশান্তির ধর্ম। {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে দ্বীন ইসলাম নিয়ে আল্লাহ তায়া'লা প্রেরণ করেছেন তা উপকারী সমস্ত ভাল জিনিসকে হালাল করেছে, আর ক্ষতিকর নোংরা জিনিসকে হারাম করেছে। সব সৎকর্মকে আদেশ দিয়েছে ও অন্যায় কর্মকে নিষেধ করেছে। ইহা সহজ সরল, উদারতার ধর্ম, এতে কোন জটিলতা ও কষ্টকর কিছু নেই। মানুষ যা করতে সক্ষম নয় তা

https://www.path-2-happiness.com/bn

করতে বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [সূরা আ'রাফঃ ১৫৭]

ইহা পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে, সব স্থানে প্রযোজ্য। মানুষ তাদের দ্বীন ও দুনিয়ায় যা কিছু প্রয়োজনবোধ করে তার সব কিছুই এ ধর্ম নিয়ে এসেছে।

ইহা শান্তি ও সুখের পথ। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ। ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফের পথ। সম্মান ও স্বাধীনতার পথ। সমস্ত কল্যাণ ও ভাল কাজের পথ। এ ধর্ম কতই না মহান, কতই না পরিপূর্ণ!! যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।} [সূরা নিসাঃ ১২৫]

ইহা তোমার প্রতিপালকের আহবান, যিনি তোমার নিজের চেয়েও তোমার প্রতি বেশি দয়াবান, তিনি তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হবার জন্য ডাকছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪]

আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব নয়

ইসলামের তাওহীদের বিধান আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তা ইসলামের সবচেয়ে উজ্জল বৈশিষ্ট। তাওহীদ আমাকে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করে। আমি কোন মানুষের দাস নই। ইসলামে তাওহীদদ মানুষকে মুক্ত করে, তাকে কোন মানুষের অনুগত করে না। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব নয়।

ইব্রাহীম খলিল
মিশরীয় মিশনারি ধর্মযাজক

দ্বীন দুনিয়া দুটো একত্রে

ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে এমন নজীর বিহীন বিরল যুগপৎ প্রভাব তাকে পরিণত করেছে মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী মহানতম ব্যক্তিত্বে।

মাইকেল হার্ট
মার্কিন লেখক

কেন নয়?!

তাই যদি ইসলাম হয় তাহলে আমরা সবাই কি মুসলিম হব না!?

গ্যাটো
জার্মান সাহিত্যিক

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদের বিপরীতে আরেকদল মানুষ রয়েছে, যারা তাদের স্বভাব প্রকৃতির শুধুই অবাধ্য হয়, যে স্বভাবে আল্লাহ তায়া'লা তাকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন। এ ধর্মের সত্যতায় অনেক নিদর্শন, মু'যিজা আসার পরেও সে ইহাকে অস্বীকার ও অবাধ্যতার পর্দায় আড়াল করে রাখে। ফলে সে নিজের জন্য আল্লাহ তায়া'লার তাওহীদের বিপরীতে শিরক পছন্দ করে। সত্যের আলো, দৃঢ় বিশ্বাস ও হেদায়েতের পরিবর্তে অন্ধকার, সন্দেহ, কুসংস্কার ও অজগুবী সব কল্পকাহিনী নিজের জন্য পছন্দ করে।

সে এক আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার পরিবর্তে তার মতই মানুষ বিশপ ও পাদ্রীদের দাস হতে পছন্দ করে। এমনকি রাসুলদের দাস হতে চায়। ফলে তার প্রকৃত স্বভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার বিবেক শূন্য হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ তায়া'লা তাকে যে স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বাদ দিয়ে খামখেয়ালী ও সংশয়পূর্ণ জিনিসের আনুগত্য করে। সব সন্তানই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [সূরা রূমঃ ৩০]

এখন তুমি নিজেই এখন কাফিরদের চূড়ান্ত গোমরাহী ও স্পষ্ট ভ্রষ্টতার পরিমাপ আন্দাজ করতে পার। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।} [সূরা ফাতিরঃ ৩৯]

তাহলে এ রিসালাতের মূলনীতি, উৎস ও বৈশিষ্ট্য কি?

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

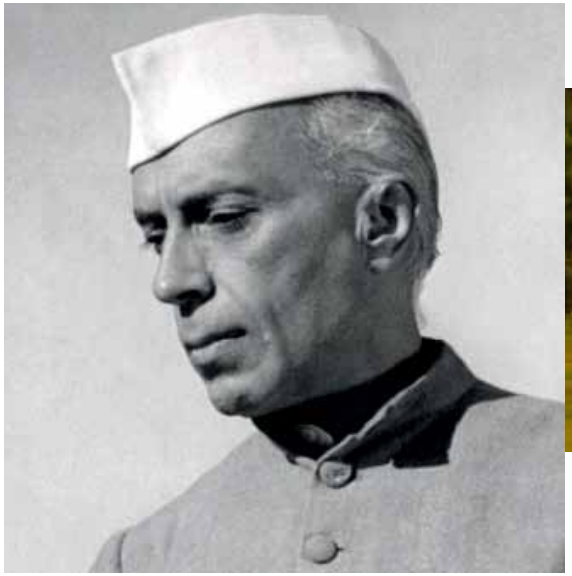

রিসালাতের প্রতি মুহাম্মদের দৃঢ়বিশ্বাস

এই যে সাধারণ লোকটি মানুষকে অনুগত্যের ডাক দিচ্ছে রাজা বাদশাদেরকে তারা তার দূতের চিঠি হতে নিয়ে মনে হয় হতভম্ব হয়েছিল। কিন্তু এই চিঠি প্রেরণ আমাদের সামনে একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে নিজের প্রতি ও রিসালাতের প্রতি মুহাম্মদের বিশ্বাস সম্পর্কে। এই আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে মুহাম্মদ [সঃ] তার অনুসারীদের মাঝে শক্তি, মর্যাদাবোধ ও রক্ষনশীলতা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তাদেরকে তিনি মরুবাসী থেকে সে সময়ের অর্ধ জাহানের নেতায় পরিণত করেছিলেন। মুহাম্মদ [সঃ] তার ওফাতের অগেই বিচ্ছিন্ন আরব গোত্র সমূহকে শক্তিশালী মর্যাদাশীল একটি জাতীতে পরিণত করেছিলেন ।

জওয়াহারলাল নেহেরু
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

ইসলামী শরিয়তের মূলভিত্তিঃ

ইসলামী শরিয়ত কতিপয় অসাধারণ মূলনীতি ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা সকল মানুষের জন্য সর্বযুগে ও স্থানে প্রযোজ্য। এসব মূলভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ সহজতা অবলম্বন ও কঠোরতা পরিহারঃ

ইসলামী শরিয়াতের সব বিধি-বিধান বান্দাহর চেষ্টা ও সাধ্যের মধ্যে। সাধারণ কাজকর্মের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করতে হয়না। কেননা দ্বীন হলো সহজ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।} [সূরা বাকারাঃ ১৮৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।} [সূরা নিসাঃ ২৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।} [সূরা বাকারাঃ ২৮৬]

হযরত আয়েশা [রাঃ] বলেছেনঃ "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে [আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে] কোন দুটো বিষয়ের ব্যাপারে পছন্দ করতে বললে তিনি সহজতর বিষয়টি পছন্দ করতেন, যতক্ষণ এতে গুনাহ না হয়। আর গুনাহের সম্ভাবনা থাকলে যেটা

মুহাম্মদের নবুয়াতের রিসালাত

মুহাম্মদ [সঃ] আরব সমাজে দুটি জিনিস রক্ষার্থে তার রেসালত প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সে দুটি হল, ধর্মীয় চিন্তায় ওয়াহদানিয়াত [একত্ববাদ] এবং আইন, ও শাসন ব্যবস্থা।
আর তা বাস্তবায়িত হয়েছিল ইসলামের সুব্যাপক সমাজ ব্যবস্থার সুবাদে,যা একত্ববাদ ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে যুগপৎভাবে সন্নিবেশিত করতে পেরেছিল । যার ফলে ইসলাম এমন প্রভাব ও প্রতাপ অর্জন করে যে, আরবকে মুর্খ জাতি থেকে সভ্য জাতীতে পরিণত করে।

আর্নল্ড টয়েনবী
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

দ্বারা গুনাহ থেকে বেশি দূরে থাকা যায় সেটা পছন্দ করতেন। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহর হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। তা হয়ে থাকলে আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন। [বুখারী শরিফ]

ইসলামী শরিয়তে কঠোরতা ও কষ্ট পরিহারের অন্যতম দিক হলো কম আদেশ নিষেধ করা, যাতে কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই এসব বিধি-বিধান পালনে বান্দাহর জন্য সহজ হয়। কেননা ক্লান্তিতে রয়েছে জটিলতা ও সংকীর্ণতা। আর কঠোরতা ও জটিলতা ইসলামী শরিয়ত থেকে দূর করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।} [সূরা হাজ্জঃ ৭৮]

এমনিভাবে শরিয়তের আদেশ নিষেধের উদ্দেশ্য হলো বান্দাহকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তিতে পৌঁছানো। তাই সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাহিরে ইসলামী শরিয়ত কিছুই আবশ্যক করে দেয়নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। এরূপ কথা বার্তা তোমাদের পুর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এর পর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল।} [সুরা মায়েদাঃ ১০১-১০২]

সুদৃঢ় বিশ্বাস

ইসলামের পাঁচ রুকনের মাঝে এমন কোনটি নাই যা কোন অমুসলিম ঘৃনা করবে। এসব ফরজ কাজ অতি সাধারণ ও সংখ্যায় কম হওয়া সত্বেও মুসলমানের অন্তরে আক্বীদাকে সুদৃঢ় করতে অন্য কোন সংস্কারের প্রয়োজন নেই। ইসলামী আক্বীদার আমলী মূল্য স্বীয় শক্তিতে প্রমাণিত, গভীরভাবে স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে।

জর্জ সার্টুন
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

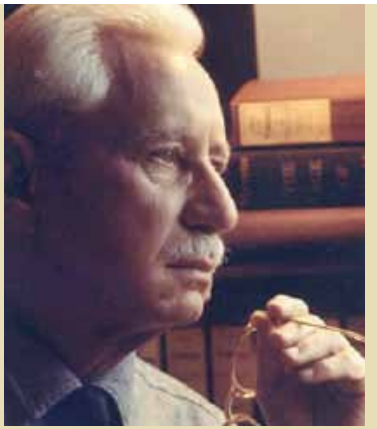

ধর্ম প্রথমে

মুসলমানদের নৈতিক মূলনীতিগুলো এবং তাদের শরিয়ত ও রাষ্ট ব্যবস্থা ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম হল সব থেকে সাদামাটা ও পরিষ্কার ধর্ম।এর মূল হল, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ [সঃ] আল্লাহর রাসুল।

উইলিয়াম ডুরান্ট
মার্কিন লেখক

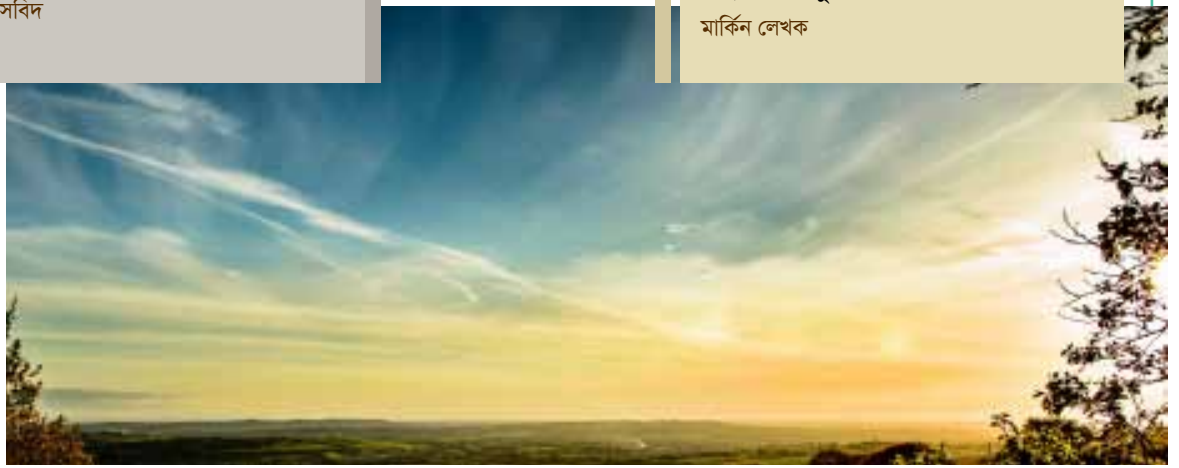

দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেঃ

ইসলামী শরিয়তের অনুসারীদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, শরিয়তের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা বাস্তবায়ন করা। কেননা ইহা মানুষের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সর্বযুগে ও স্থানে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও হিতকর জিনিস বাস্তবায়ন করে, আর অকল্যাণ ও ফিতনা ফাসাদ দূর রাখে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

রহমত হচ্ছে কল্যানকর প্রয়োজন মিটানোর জন্য কেননা রহমত দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য না হলে রাসুল [সাঃ] কে রহমত বলা হতনা। শরিয়তের সব আদেশ নিষেধ বান্দাহর দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটানোর জন্যই। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বান্দাহদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন। তাদের আনুগত্য তাঁর কোন উপকার বা কাজে আসেনা, আবার বান্দাহর নাফরমানীও তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। ইসলামী শরিয়ত পুরোটাই ন্যায়নীতি, রহমত, মানুষের চাহিদা ও হেকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা কিছুই ন্যায় থেকে বেরিয়ে অন্যায় ও জুলুম হয়, রহমতের ব্যাতক্রম হয়এবং প্রয়োজন ও চাহিদার পরিবর্তে ফিতনা ফাসাদ ও হিকমতের পরিবর্তে অযাচিত কাজ হয় তা ইসলামী শরিয়তের অন্তর্ভূক্ত নয়।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তৃতীয়তঃ সব ধরণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেঃ

ন্যায় বিচার ও সকলের মাঝে সমতা বিধানের সাধারণ নিয়ম হিসেবে অসংখ্য আয়াত এসেছে। একদিকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে আহবান করেছে, অন্যদিকে জুলুম থেকে দূরে থাকতে বলেছে, যদিও তা প্রতিপক্ষের ব্যাপারে হোক। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।}{ }[সূরা মায়েদাঃ ৮]

চতুর্থতঃ ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতাঃ

ইসলাম সঠিক ধর্ম ও রিসালাত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হলো ইহা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।} [সূরা আন'আমঃ ৩৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।} [সূরা নাহলঃ ৮৯]

ইহার ব্যাপকতা স্পষ্ট হয় ইহার আক্বীদা ও চিন্তার ধরণে, ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যে, আখলাক ও গূণাবলীতে , শরিয়তের বিধি বিধানে, বরং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইহা প্রতীয়মান হয়। পঞ্চমতঃ সমতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়নতাঃ

ইসলাম সমতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়নতার ধর্ম। {এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি।} [সূরা বাকারাঃ ১৪৩]

এর সব আহকামে রয়েছে সুক্ষ্ম পরিমাপ ও সমতা। {তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড।} [সূরা রহমানঃ ৭]

ইসলাম নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

ইহুদীরা ইসলামের পতাকা তলে নিরাপত্তা ও ইনসাফ পেয়েছিল । এতে তারা জুলুম নির্যাতন থেকে আত্ম রক্ষা করেছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে সাচ্ছন্দে ও স্বচ্ছলতার মাঝে ছিল।

নাসিম সোসা
ইরাকি ইহুদি অধ্যাপক

আল্লাহ তায়া'লা মুসলমানদেরকে সব কাজে সমতা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।}{ }[সূরা ফোরকানঃ ৬৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়েছে"। তিনি সমতা বিধান ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমার রবের প্রতি রয়েছে তোমার হক, তোমার নিজের প্রতি রয়েছে তোমার হক, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতিও রয়েছে তোমার হক, তাই প্রত্যেক হকের অধিকারীকে তার হক আদায় করে দাও"।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইসলামী শরিয়তের বৈশিষ্ট্যাবলী

প্রথমতঃ খোদাপ্রদত্ত মূল উৎস

ইসলামের মূল উৎস হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক প্রদত্ত যিনি মানুষ ও এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু এর মূল উৎস আল্লাহ প্রদত্ত তাই এতে রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। যেমনঃ আল্লাহ তায়া'লা সৃষ্টিকর্তা, তিনি রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র শরিয়ত প্রবর্তনের অধিকারী। সমস্ত আম্বিয়া কিরামগণ তাদের শরিয়তকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করতেন। তাঁর শরিয়ত ছাড়া অন্যদের সব শরিয়ত বাতিল বলে গন্য করতেন। আল্লাহ তায়া'লা সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে তার শরিয়ত সম্পর্কে বলেনঃ {বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ নই।} [সূরা আহক্বাফঃ ৯]

আল্লাহর নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের সুউচ্চ সম্মান ও মহান মর্যাদা থাকা সত্বেও তিনি তাঁর নিকট প্রেরিত অহী আল্লাহর শরিয়তের অনুসরণ করতেন। তিনি ইহার আবিষ্কারক ছিলেননা, তিনি ইহার কোন বিধান নিজে তৈরি করেননি, বা কোন বিধানের অমান্যকারীও ছিলেননা। আল্লাহ তায়া'লা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা সেহেতু তিনি সৃষ্টজীবের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

তিনিই বান্দাহর স্বভাব, ভাল মন্দ সবকিছু সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। কিসে তাদের উপকার ও কিসে তাদের ক্ষতি হবে তা তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন। কোন কিছুর সৃষ্টিকারীই সে জিনিসের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন?} [সূরা বাকারাঃ ১৪০]

আল্লাহ তায়া'লা যেহেতু শরিয়ত প্রণেতা, সেহেতু তিনি এ শরিয়তে সাধারণ ন্যায্যতা ও সঠিকতা বিধান করেছেন। একজনের অপরাধের কারণে আল্লাহ পাক অন্যের কাছে জবাবদিহি চাইবেন না। এমনিভাবে ইসলামে অপরাধের শাস্তিসমূহ দুনিয়া ও আখেরাতের। কেউ যদি কোন কারণে দুনিয়াতে তার হক না পায় তবে সে আখেরাতে সে হক পাবে। অথবা কেউ যদি কোন অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ না করে তবে সে আখেরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয়তঃ আখলাকের সাথে শরিয়তের বিধি বিধানের বন্ধন

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শুধুমাত্র আইনের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। বরং তা বাস্তবায়নের জন্য মানুষের সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি লাগে। এমনিভাবে আইন কানুনের সুন্দর গঠন ও বিধি বিধান দ্বারা আশানুরূপ ফলাফল বাস্তবায়িত হয়না যতক্ষণ না যাদের জন্য উহা গঠিত হয়েছে তাদের মাঝে বাস্তবায়ন করা হয়, আর এ বাস্তবায়ন হতে হবে তাদের নিজেদের আন্তরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। আর এ নিয়ন্ত্রণ তখনই আসবে যখন উক্ত আইনের সমতার ব্যাপারে বিশ্বাস থাকবে, উহার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। শরিয়ত প্রণেতা যে সব বিধি বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে সবের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাঁর উপর থাকবে অগাধ বিশ্বাস। ইসলামী শরিয়ত মানুষের সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি নিয়ে গঠিত, আল্লাহ তায়া'লা ইসলাম শিক্ষায় এ সবের নির্দেশ দিয়েছেন। {এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।} [সূরা নিসাঃ ৬৩]

{অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন।} [সূরা গাশিয়াহঃ ২১-২২]

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্যকে আখলাকের জন্য খাছ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি"।

}প্রশান্তির ধর্ম

আমি জীবনে প্রথমবারের মত নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অনুভব করেছি। অনুভব করেছি যে আমার জীবনের একটি মূল্য আছে। এ বানীর মর্ম জেনেছি যে, যেই আল্লাহকে তুমি দেখনা তিনি তোমাকে দেখেন তুমি যেখানেই থাক। তিনি তোমার আমল পর্যবেক্ষণ করেন এবং কেয়ামতের দিন তোমার সঠিক প্রতিদান দেওয়ার জন্য সঠিক পাল্লা দিয়ে সেগুলো পরিমাপ করবেন। ।

আনাটোলী আন্ডারবাশ
রাশিয়ান জেনারেল

https://www.path-2-happiness.com/bn

তৃতীয়তঃ দুনিয়া ও আখেরাতের বন্ধন

মানব রচিত আইন ও অন্যান্য শরিয়তের সাথে ইসলামী শরীয়তের একটি বিশেষ পার্থক্য হলো, ইসলামী শরিয়ত ভাল মন্দের প্রতিফল দুনিয়া ও আখেরাতে দিয়ে তাকে। বরং আখেরাতের প্রতিদান দুনিয়ার প্রতিদানের চেয়ে অনেক বিশাল। এজন্যই একজন মুসলমান শরিয়তের বিধি বিধান পালন, সৎকাজের অনুসরণ ও অসৎকাজের থেকে বিরত থাকতে সর্বদা তার অন্তরের মজবুত আগ্রহ অনুভব করে। যদিও সে দুনিয়ার শাস্তি থেকে গোপন করতে পারে কিন্তু সে জানে আল্লাহর চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবেনা, তাঁর চক্ষু কখনও অসতর্ক হয়না বা ঘুমায়না। মানুষ দুনিয়ার জীবনে যা কিছুই করুক না কেন পরকালে সব কিছুরই প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?} [সূরা বালাদঃ ৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?} [সূরা বালাদঃ ৭]

চতূর্থতঃ উহার বিধানাবলীর সামাজিক প্রকৃতি

ইসলামী শরিয়ত কোন এক পক্ষের সুবিধাকে অপর পক্ষের উপর কখনও প্রাধাণ্য দেয়না। একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে জবাবদিহি করতে বলেনা। মানব রচিত সমাজে যারা ইসলামের পথ অনুসরণ করেনা তাদের একটি মারাত্মক সমস্যার সমাধান ইসলাম দিয়েছে। আর সে সমস্যাটি হলো ব্যক্তি স্বার্থ ও সমষ্টিক স্বার্থের মাঝে সংঘাত।। যেমন আমরা দেখি কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধে প্রাপ্রাধাণ্য দিয়েছে। যেমনটি দেখা যায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক স্বার্থকে বেশি প্রাধাণ্য দিয়ে থাকে ফলে ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়। ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্বাধীনতা ও মালিকানাকে বাজেয়াপ্ত করে। এভাবে ব্যক্তিত্বকে অপমান করা হয়, প্রতিভাকে হ্রাস করা হয়, ফলে ব্যক্তির সক্ষমতা ও যোগ্যতায় মরীচিকা ধরে যায়। কিন্তু সমাজের এ সব অধিকারের মাঝে সমতার ভিত্তিতে ইসলাম শরিয়তের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থ গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে মুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদাকে উপেক্ষা করেনি। যেমন ইসলামে রাজনৈতিক আঙ্গিনায় আমরা দেখি, শাসক ও নেতার আনুগত্য করা প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো উক্ত শাসক বা নেতা শরিয়তের বিধি বিধানের উপর অটল থাকতে হবে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। নতুবা ইসলাম তার থেকে এ অধিকার কেড়ে নেয়। তাই শাসক বা নেতার আনুগত্য হবে সে সব কাজে যাতে আল্লাহ তায়া'লার অবাধ্যতা ও নাফরমানি থাকবেনা।

পঞ্চমতঃ স্থায়ী মূলনীতি ও সহজ বাস্তবায়ন

ইসলাম স্থায়ী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার মূল উৎস মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধণ হবেনা। আল কোরআন মহান আল্লাহ তায়া'লার সংরক্ষণে সংরক্ষিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।} [সূরা হুজরঃ ৯]

এতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। {এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।} [সূরা আল মু'মিনঃ আয়াতঃ ৪২]

এমনিভাবে রাসুলের সুন্নতও সুক্ষ্মভাবে ও যত্নের সাথে সংরক্ষিত ও লিখিত হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ইসলামী শরিয়তের প্রায় সব বিধি বিধানই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ণ পদ্ধতি ব্যতীত শামিল করেছে। মুজতাহিদদেরকে সমস্যা ও অবস্থা বুঝে বাস্তবায়ণ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

করার জন্য এ সুবিধা দিয়েছে। তবে এ সব বিধি বিধান বাস্তবায়ণে নমনীয়তা ও প্রশস্ততা প্রদান করেছে, কেননা এসব বিধিবিধান বাস্তবায়ণে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়াটাই মূখ্য বিষয়, বাস্তবায়ণ পদ্ধতি ও ধরণ যেমনই হোক, যতক্ষণ না ইসলামী শরিয়তের কোন নসের বা ইসলামের কোন মৌলিক নীতির বিরোধী হয়। এজন্যই ইসলামী শরিয়তে সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ [মাকাসিদ শরিয়া] বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা ও নতুনত্বের স্থান রয়েছে। এমনিভাবে ইতিপূর্বে ছিলনা এমন কোন নতুন বিধানের সমাধান পূর্বের কোন মাসয়ালার সাথে কিয়াস করে সমাধান দিতে ইসলামে কোন বাঁধা নেই, কেননা প্রতিনিয়তই নতুন নতুন ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে।

https://www.path-2-happiness.com/bn

সম্মান ও মর্যাদার ধর্ম

ইসলাম শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, মাহাত্ব ও মর্যাদার ধর্ম। এর বিধি বিধান রীতি নীতি আদব কায়দার মাঝে তা ফুটে ওঠে। যেমন ইসলামের রোজা অন্যান্য ধর্মের রোজার মত নয়। কারণ, মানুষের দেহের চাহিদাকে এমন ভাবে দমন করা যে, দেহ কংকালসার হয়ে যাবে, যেমন ধর্ম যাজকরা করে থাকে এটা মানুষের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই ইসলাম দেহের চাহিদাকে পরিপাটি করেছে, সমূলে দমন করেনি । তাই ইসলামে রোজা হল, হারাম পাপাচারবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধৈর্যের উপর নফসকে অভ্যস্ত করে তোলা। গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর মুরাকাবা করা। বঞ্চনা ও ক্ষুধার অনুভব জাগিয়ে তোলা যাতে রোজাদার বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। অনুরূপ ভাবে রোজাতে আছে অতিভোজন থেকে দেহের বিশ্রাম লাভের সুযোগ। সুতরাং, রোজা মানুষের দেহ, আত্মা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে উপকারী এবং তা সমাজের জন্য পারস্পরিক নৈকট্য , সহযোগিতা ও ঐক্যের ক্ষেত্রে উপকারী।

বারিশা বানকমরোট

থাই শিক্ষাবিদ, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন

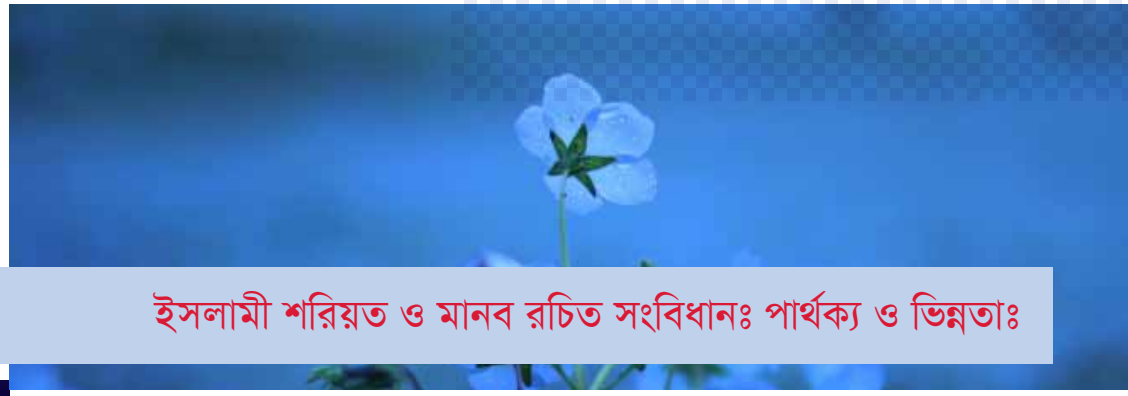

ইসলামী শরিয়ত ও মানব রচিত সংবিধানঃ পার্থক্য ও ভিন্নতাঃ

ইসলামী শরিয়ত ও মানব রচিত সংবিধানে অনেক পার্থক্য রয়েছে, যেমনঃ

মানুষের শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকেঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও সম্মান অর্জন করে থাকে। কেননা ইহার দ্বীনি গুনাবলী কারণে মানুষের মনে লেগে থাকে। ইহার প্রণেতা হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা , যার পবিত্রতা, বড়ত্ব, তাঁর সামনে নতজানুতা সব মানুষের অন্তরে বিরাজ করে।

ইসলামী শরিয়ত মানুষের স্বভাব প্রকৃতির অনুকূল, সব যুগ ও কালের উপযোগীঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, পরিবেশ, জাতীয়তা ও ভাষার ভিন্নতা সত্বেও সব জাতির জন্য উপযোগী। কেননা ইহার প্রণেতা হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা, যিনি মানুষ, তার স্বভাব-প্রকৃতি, চাহিদা, আরো যা কিছু তাদের সাথে সম্পৃক্ত তিনি সব কিছুই জানেন।অন্যদিকে তিনি খামখেয়ালী ও লোভলালসা হতে মুক্ত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [সূরা রূমঃ ৩০]

ইসলামী শরিয়ত সঠিকতা, সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা অনুযায়ীঃ

ইসলামী শরিয়ত সঠিকতা, সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার অনুসারী। কেননা এতে কোন ধরণের ভুল, গলদ, অন্যায়, জুলুম, প্রবৃত্তি ও খাম খেয়ালীর অনুসরণের কোন সম্ভাবনাই নাই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।} [সূরা আন'আমঃ ১১৫]

একমাত্র আল্লাহ তায়া'লাই সমস্ত প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তিনি সব সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশ্য ও

https://www.path-2-happiness.com/bn

গোপনীয় সব কিছুই জানেন। বান্দাহর সর্ব বিষয়ে অবগত। তাদের যাতে উপকার ও স্বার্থ রয়েছে তিনি তাই আদেশ করেন, আর যেসব কিছুতে তাদের ক্ষতি রয়েছে তিনি তা থেকে নিষেধ করেন। অন্যদিকে মানব রচিত আইন কানুনে ভুল, গলদ ও খামখেয়ালীর অনুসরণ রয়েছে। এজন্যই ইহা ভুল ত্রূটি, বাতিল, পরিবর্তন, রূপান্তর থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [সূরা নিসাঃ ৮২]

ইসলামী শরিয়তের মানবিক গুরুত্বারোপঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের চিন্তা ভাবনা থেকে উৎসারিত কোন আইন কানুন নয়, বরং ইহার প্রণেতা হলেন মহান আলাহ পাক রাব্বুল আলামিন, মানুষের স্বভাব ও সৃষ্টিগত চাহিদায় যা কিছু উপযোগী তিনি সে সব কিছুই তিনি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

তাদের বোঝা হালকা করার ব্যাপারে তিনিই অধিক জ্ঞাত। {আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।} [সূরা নিসাঃ ২৮]

পক্ষান্তরে, মানব রচিত আইনে আইন প্রণেতা শুধুমাত্র তার ইচ্ছা, গুরুত্ব, মেজাজ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রণয়ন করে থাকেন।

আত্মিকতার সাথে ইসলামী শরিয়তের বন্ধনঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের কাজের গুরুত্ব ও বিবেচনা করে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্য্যশীল।} [সূরা বাকারাঃ ২৩৫]

পক্ষান্তরে, মানব রচিত আইনে শুধু বাহ্যিক দিকই গুরুত্ব ও বিবেচনা করে থাকে। এতে আত্মিক বা পরকালীন কোন বিষয় ভাবা হয়না। আর মানব রচিত আইনে শুধুমাত্র পার্থিব শাস্তির বিধান রয়েছে।

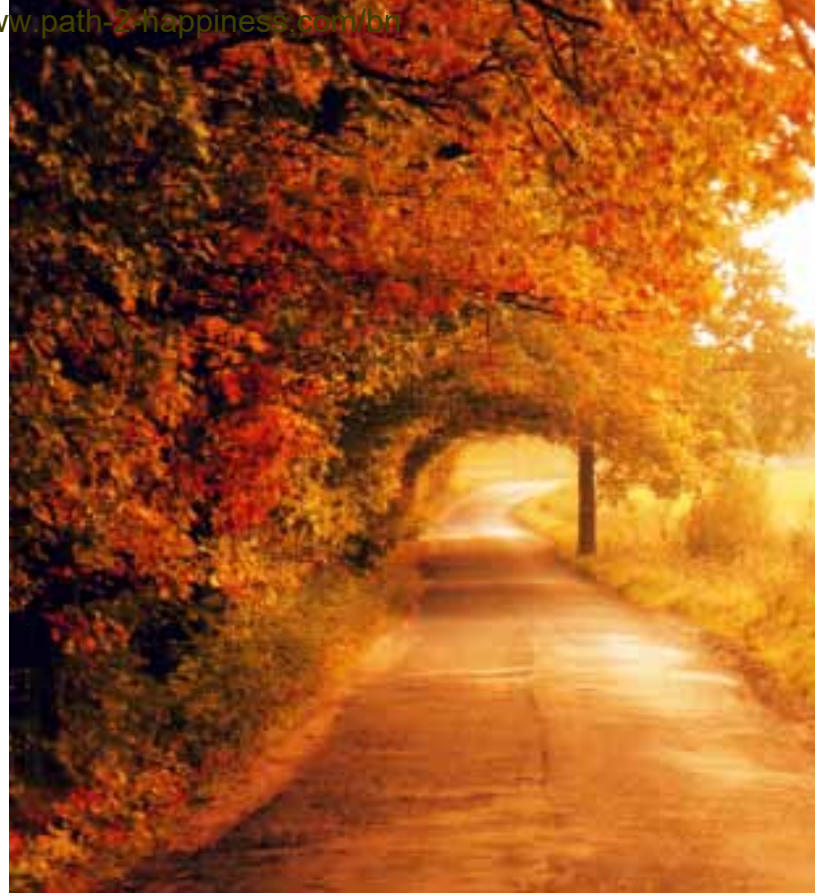

পরিচ্ছন্ন ও সুখী সমাজ

যে মুসলিম সমাজ ইসলামের হুকুম-আহকাম ও শিক্ষা-দীক্ষা মেনে চলে তা একটি পরিচ্ছন্ন ও সুখী সমাজ। সেখানে কোন ধরণের অপরাধ থাকবে না।

বারিশা বানকমরোট

থাই শিক্ষাবিদ, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইসলামের মূল উৎসসমূহঃ

ইসলামের শরিয়ত, আক্বীদা, আহকামসমূহ খোদা প্রদত্ত ওহী কোরআন ও হাদিস থেকে উৎসারিত। এ দুটো ইসলামের মূল উৎস। এদুটো থেকেই শরিয়তের বিধিবিধান, আক্বীদা ও অন্যান্য আহকাম নেয়া হয়। নিম্নে এ দু'য়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলোঃ

মহাগ্রন্থ আল কোরআনআল্লাহ

তায়া'লা মুত্তাকিদের হেদায়েত, মুসলমানদের সংবিধান, তিনি যাদেরকে হেদায়েত দিতে চান তাদের অন্তরের আরোগ্যতা ও যাদের কল্যাণ চান তাদের জন্য আলোকবর্তীকা স্বরূপ আল কোরআন তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। সমস্ত নবী রাসুলগণ যেসব মূলনীতি নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সেসব মূলনীতিসমূহ এতে শামিল হয়েছে। আল কোরআন কোন নতুন গ্রন্থ নয়, এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন নতুন রাসুল নন। আল্লাহ তায়া'লা ইব্রাহিম [আঃ] এর উপর সহীফা নাযিল করেছেন। মূসা [আঃ] কে তাওরাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। দাউদ [আঃ] কে যাবুর ও ঈসা [আঃ] কে ইঞ্জিল দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এ সব কিতাবসমূহ আল্লাহ তায়া'লার ওহী যা তিনি আম্বিয়া কিরামদের নিকট পাঠিয়েছেন। আল কোরানও এসবের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। সমস্ত নবী রাসুলদের উপর ঈমান আনতেও নির্দেশ দেয়, তাদের মাঝে কোন ধরণের পার্থক্য করতে বারণ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।}[সূরা নিসাঃ ১৫০-১৫২]

কিন্তু এসব পবিত্র গ্রন্থসমূহের অনেকটাই কালের অবর্তমানে হারিয়ে গেছে, অধিকাংশগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উহাতে নানা পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রবিষ্ট হয়েছে।

আর কোরআন শরিফের হেফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়া'লা নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।}[সূরা হিজরঃ ৯]

তিনি কোরানকে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের রক্ষক ও রহিতকারী করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।}[সূরা মায়েদাঃ ৪৮]

তিনি কোরআনকে সব বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।}[সূরা নাহলঃ ৮৯]

আল কোরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব

যখন আমি তাওহীদে বিশ্বাস করেছি তখন কোরান যে আল্লাহর কিতাব এবং তা সর্ব শেষ আসমানী কিতাব তা প্রমাণকারী দলিল প্রমান অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আল হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এর সমাধান করতে তাওফিক দিয়েছেন। কোরানই একমাত্র গ্রন্থ যা অন্য সব আসমানী গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেয়। অথচ অন্য সব গ্রন্থ একে অপরকে অস্বীকার করে। আর বাস্তবে এটা কোরানের একটি বড় বৈশিষ্ট।

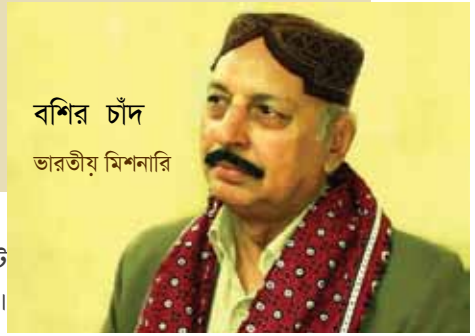

বশির চাঁদ
ভারতীয় মিশনারি

আল কোরআনের মর্যাদা

কোরান চৌদ্দ শতাব্দি যাবত মুসলিমদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থেকে তাদের চিন্তাকে নাড়া দিচ্ছে , তাদের চরিত্র গঠন করছে, মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের প্রতিভাকে শাণিত করছে। কোরআন মনে জাগিয়ে তোলে এমন বিশ্বাস যা সবচেয়ে সহজ ও স্পষ্ট এবং অনুষ্ঠানিকতা ও রেওয়াজ থেকে অনেক দূরে, পৌত্তলিকতা ও পৌরহিত্য থেকে অধিক মুক্ত। মুসলিমদের নৈতিক ও ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে তার ভুমিকাই সবচেয়ে বেশী ছিল। উহাই তাদের মাঝে সমাজ নীতি ও সামাজিক ঐক্যের ভিত সমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদেরকে স্বাস্থ্যগত নিয়ম মানতে উৎসাহিত করেছে অনেক কুসংস্কার, ভুল ধারণা, জুলুম ও রুক্ষতা থেকে তাদের চিন্তাকে মুক্ত করেছে, দাসদের অবস্থা উন্নত করেছে এবং নিম্ন শ্রেণির মাঝে মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলেছে।

উইলিয়াম ডুরান্ট
মার্কিন লেখক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইহাতে রয়েছে হেদায়েত ও রহমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে।} [সূরা আন'আমঃ ১৫৭]

ইহা সরল ও সৎকর্ম পরায়ণশীলদেরকে পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।} [সূরা বনী ইসরাইলঃ ৯]

ইহা মানব জীবনের সব বিষয়ের সরল সঠিক ও সুন্দর সমাধান দিয়েছে।

মানুষ যা কিছু প্রয়োজনবোধ করে তার সব কিছুই কোরআনে শামিল করা হয়েছে। ইহাতে আইন কানুন, আক্বীদা, আহকাম, লেনদেন, শিষ্টাচারের মৌলিক সব নীতি শামিল করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।} [সূরা আন'আমঃ ৩৮]

কোরান সংস্কার ও দীক্ষা গ্রন্থ। এতে যা আছে এর সবই বিধি বিধান নয়। কোরান মুসলিমদেরকে যে সব উন্নত গুণাবলীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যেগুলো নৈতিকতার মানদণ্ডে সব চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ গুণাবলী। কোরানের হেদায়েত এর নির্দেশিত বিষয় গুলোতে যেমন ভাস্বর তেমনি নিষিদ্ধ বিষয় গুলোতেও ভাস্বর।

সিডনি ফিশার

মার্কিন ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

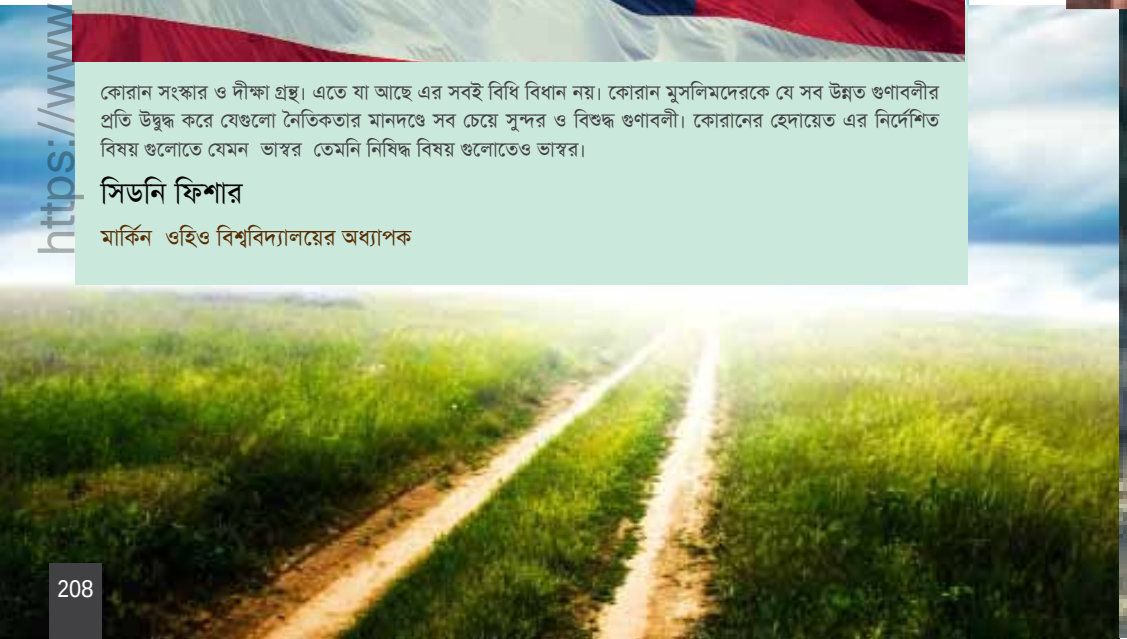

উজ্জ্বল সুন্নত

মুহাম্মদ [সঃ] এর উজ্জল হাদিস আমাদের যুগেও স্থায়ী রয়েছে। পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সুন্নতের অনুসারী শত শত মিলিয়ন আত্মা থেকে উৎসারিত ধর্মীয় নিষ্ঠা তাকে আরো উজ্জল করছে।

ইটিন দীনিয়া

ফরাসি চিত্রশিল্পী এবং চিন্তাবিদ

খ- হাদিস শরিফঃ

আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোরআন নাযিল করেছেন, তিনি তাঁর কাছে হাদিসসমূহও ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কোরআন ওহী,যা প্রত্যাদেশ হয়।} [সূরা নাজমঃ ৪]

ইহা কোরআনেরই অনুরূপ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে লোকসকল! আমাকে কিতাব দান করা হয়েছে, ইহার অনুরূপ আরো একটি কিতাব দান করা হয়েছে"। [মুসনাদে আহমদ]। অতএব, হাদিস শরিফ আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে রাসুলের নিকট ওহী। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও নিজের থেকে বানিয়ে কোন কথা বলতেন না। আল্লাহ তায়া'লা তাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তিনি শুধুমাত্র তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ নই।} [সূরা আহক্বাফঃ ৯]

হাদিস হলো ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের থেকে সহীহ ধারাবাহিক সনদে যে সব কথা, কাজ, বর্ণনা বা মৌন সম্মতি এসেছে উহাকে হাদিস বলে। ইহা কোরানের ব্যাখ্যাকার ও স্পষ্টকারী। আল্লাহ তায়া'লা তার রাসুলকে কোরআনের আ'ম [ব্যাপকতা], খাস [নির্দিষ্টতা], মুজমাল [অস্পষ্টতা] ইত্যাদি

https://www.path-2-happiness.com/bn

ব্যাখ্যা করতে অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার কাছে আমি স্মরণিকা [কোরআন] অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।}[সূরা নাহলঃ ৪৪]

অতএব হাদীস কোরআনের ব্যাখ্যাকারী, কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাদান করে। অস্পষ্ট আহকামের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। যেহেতু রাসুলের নিকট যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তিনি সেগুলোর কখনো কথার মাধ্যমে, কখনও কাজের মাধ্যমে বা কখনও কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোরআন ছাড়াও হাদিস শরিফ স্বতন্ত্রভাবে কিছু কিছু বিধি বিধান প্রণয়ন করেছে।

অতএব হাদিস হলো ইসলামের বিধি বিধান, আক্বীদা, ইবাদত, লেনদেন ও শিষ্টাচারের ব্যবহারিক প্রয়োগ। আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তিনি ব্যবহারিকভাবে দেখিয়েছেন, মানুষকে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি যেভাবে করেছেন মানুষকে সেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা মুমিনদেরকে রাসুলের কথাবার্তা ও কাজের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।}[সূরা আহযাবঃ ২১]

সাহাবায়ে কিরামগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের কথা, কাজ তাদের পরবর্তীদের জন্য বর্ণনা করে গেছেন। পরবর্তীরা [তাবেঈগণ] তাদের পরবর্তীদের জন্য বর্ণনা করে গেছেন। অতঃপর হাদিসের কিতাবে তা লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাদিসের

আল কোরআন ও হাদিস পাশাপাশি একত্রে

কোরানকে হাদিস পূর্ণতা দান করে। হাদিস হল, নবী মুহাম্মদ [সঃ] এর কর্ম ও উপদেশ সংক্রান্ত বাণী সম্ভার। মানুষ হাদিসে খুঁজে পাবে নবী [সঃ] এর চিরন্তনতার প্রমান। যা জীবনের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সামনে তার চালচলনের মৌলিক উপাদান। সুতরাং সুন্নাত কোরানের ব্যখ্যা কারী, এবং তা অপরিহার্য।

জ্যাক রিচ্যান্ড

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

বর্ণনা খুব সতর্কতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যারা উহা বর্ণনা করছেনতাঁরা বর্ণনাকারীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে জেনে নিতেন। এমনিভাবে হাদিসের সনদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। সনদের সকল মুহাদ্দিসগণ সিকাহ [নির্ভরযোগ্য],আদেল [ন্যায়পরায়ন], ও আমিন [বিশ্বস্ত] ছিলেন। ইসলামের মূল উৎস হিসেবে কোরআন ও হাদিসের উপর ঈমান আনা ফরজ, উভয়ের উপর আমল করা, এদু'য়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, উহার আদেশসমূহ মান্য করা ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা ফরজ। উহাতে যেসব বিষয়ে সংবাদ দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা, আল্লাহর নাম, সিফাত ও কাজের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে, মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাক যে পুরস্কার ও কাফিরদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা সবার জন্য ফরজ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।}[সূরা নিসাঃ ৬৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।}[সূরা হাশরঃ ৭]

অতএব, হে শান্তির পথের দিশারী, যারাই শান্তির পথে চলতে চাও এসো, ইসলামের দিকে এসো, ইহাই একমাত্র শান্তির পথ!!!

হেদায়েতের দিশা দানকারী হাদিস

মুহাম্মদের [সঃ] এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করাই হল ইসলামের অবকাঠামো ও এর উন্নতিকে টিকিয়ে রাখা। আর সুন্নাত বর্জন করা মানে হল, ইসলাম শেষ হয়ে যাওয়া। সুন্নাত হল ইসলাম সৌধের লৌহ কাঠামো। তুমি যদি কোন ভবনের লৌহ কাঠামোকে সরিয়ে নাও তাহলে তা যে কাগজের ঘরের মত গুঁড়িয়ে যাবে তাহলে তুমি কি আবাক হবে!?

লিউপোল্ড উইস

অস্ট্রিয়ান চিন্তাবিদ

হাদিস সংকলন

এই হাদীছ গুলো যার সমষ্টি হল সুন্নাত, এগুলো সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছ থেকে কঠোর যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে । এভাবেই বিপুল পরিমাণ হাদীছ সংকলিত হয়েছিল।

জ্যাক রিচ্যান্ড

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn